

THE
POETICAL READER.

NO. III.

COMPILED

BY

ADU GOPAL CHATTOPADHYA.

TWENTY-NINTH EDITION.

পদ্যপাঠ ।

তৃতীয় ভাগ ।

বহুগোপাল চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ।
উনবিংশৎ সংস্করণ ।



CALCUTTA :

PRINTED BY BEHARY LALL BANERJEE
MESSRS. J. G. CHATTERJEE & Co's Press,
44, AMHERST STREET.

LISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY
148, BARANASI GHOSH'S STREET.

1887.

স্মৃতি পত্র ।

हन्तः शक्रवर्ग १०
अनर्हवर्ग ३०

চিতোর	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১
ঈশ্বরভূমি	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়	৪
চকোর ও চাতক	ঐ ঐ	৬
স্বভাবের শোভা	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	৮
নদী ও কালের সমতা	১৪
নিত্রা	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়	২২
ক্রোশদীর স্বয়ংস্বর	কাশীরাম দাস	১২
নক্ষত্র	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়	৩০
বমের অভ্যাস	ঐ ঐ	৩৬
মুড়া প্রাত উক্তি	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	৩৯
রমাল ও স্বর্ণলতিকা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৪১
রাজপুত সাধুর বিবরণ	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৩
দুষ্টান্তচুড়ায়	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়	৪৭
কেন্দারবাহিনী নদী	ঐ ঐ	৫০
দশরথের প্রতি কেকয়ী	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৫২
পুল্প	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়	৫৭
অম্লদার ভবানন্দ ভবনে	}		ভারতচন্দ্র রায়	৫৯
যাত্রা		
পলাসির যুদ্ধ	নবীনচন্দ্র সেন	৬৩
নাচ ও ময়ূর	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়	৭০
ভারতকামিনী	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩
চন্দ্র	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়	৭৯
বাতাস	ঐ ঐ	৮১
সীতা ও সরস্বতী	}		মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৮৪
কথোপকথন		
রাঘবচন্দ্রের বিলাপ	ঐ ঐ	৯৩

মুখবন্ধ ।

ছন্দঃ প্রকরণ ।

ছন্দঃ দুই প্রকার ; মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ।

চারি চরণের কোন চরণের শেষস্থিত শব্দের সহিত যদি অত্র চরণের শেষস্থ শব্দের মিল থাকে তবে তাহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দঃ কহে ।

আর যদি চারি চরণের কোন চরণের শেষস্থিত শব্দের সহিত অত্র চরণের শেষস্থ শব্দের মিল না থাকে, তবে তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ কহে ।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ ।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ অনেকগুলি । তন্মধ্যে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, ললিত ও একাবলী এই কয়েকটি সচরাচর চলিত ।

পয়ার ।

পয়ার, ছন্দের প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ অক্ষর থাকে । যথা—

“মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ার,

মনোহর বর, হরে দেখিবারে পায় ;

(ক)

জটা-জুট মুকুট, দেখিলা কণী মণি,
বাঘচাল দিব্যবস্ত্র, দিব্য পৈতা কণী,
ছাই দিব্য চন্দন, বদন কোটি চাঁদ,—
মুগ্ধ হৈল সর্বজন দেখিয়া সুছাঁদ।

পর্যায় ছন্দে অষ্টম বর্ণের পর যতি পড়িবে, অনেকে এই
নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেটি ভ্রম। এত অক্ষরের
পর যতি পড়িবে এরূপ কোন নিয়ম করা যায় না। অর্থের
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শ্রাস পতন করাই সুবিধা। কবির। পর্যায়
রচনাকালে অষ্টম অক্ষরের পরে যতি পড়িতেই হইবে এরূপ
কোন নিয়মের অধীন হন না। নিম্নস্থ তিনটি চরণে চতুর্থ,
ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ণে যতি পড়ে।

“ভালে বিলু, বিধু-মধ্যে বালার্ক যেমন।” (১)

“কেন শাপ দিলি, অরে বিটল। বামন।” (২)

“চৌব বিদ্যা বিচার, আমার নহে পণ।” (৩)

পর্যায় ছন্দে চতুর্দশ অক্ষর গ্রহণে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির
প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

(ক) যদি প্রথম শব্দটি দুই অক্ষরের হয় তবে দ্বিতীয় ও
তৃতীয় শব্দ দুটি দুই অক্ষরের অথবা একটি চারি অক্ষরের ও
একটি দুই অক্ষরের হইবে। যথা—

“এক কস্তা আঠবুড় বিদ্যা নাম তার, (১)

তার রূপ গুণ কথা বড় চমৎকার।” (২)

নিম্নস্থ চরণে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

“শুনি সাধুর বচন বগেন খুলনা।”

(খ) যদি প্রথম শব্দটি চারি অক্ষরের হয় তবে দ্বিতীয় শব্দটি চারি অক্ষরের অথবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দ দুইটি পরস্পর দুই বা তিন অক্ষরের হইবে। যথা—

“কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌবট্টী কলার।” (১)

“সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।” (২)

“কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল।” (৩)

নিম্নস্ত চরণদ্বয়ে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

“পদাতিক হুরস্ত যমদূত সাক্ষাৎ!” (১)

“বকুলের তলে বিদগ্ধ বিনোদ বসে।” (২)

(গ) যদি প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দ দুই দুই অক্ষরের হয় তবে তৃতীয় শব্দটি চারি অক্ষরের হইবে, না হয় তৃতীয় ও চতুর্থ শব্দ দুইটি পরস্পর দুই বা তিন অক্ষরের হইবে।

“শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।” (১)

“আমি তারে সপ্ন কব তার মাতৃবেশে।” (২)

“এক মাথা কাটিয়া লইলা পঞ্চানন।” (৩)

নিম্নস্ত চরণে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

“শ্বেত পীত হরিৎ লাল নীল বরণ।”

(ঘ) যদি প্রথম শব্দটি তিন অক্ষরের হয়, তবে দ্বিতীয় শব্দটিও তিন অক্ষরের হওয়া উচিত। যথা—

“ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়,

লুকায়ে রচেন যদি ভৈরবে তাড়ায়,

নিম্নস্ত চরণে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

“হুর্দলা স্থান করিলা বসিলা ভোজনে।”

পদ্যারে দুই চরণে শ্লোক শেষ হইল। ঈদানীং চারি চরণে শ্লোক শেষ করিবার নিমিত্ত কোন কোন কবিতার প্রথম দুই চরণে মিল থাকে না, প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল থাকে। অথবা প্রথম চতুর্থে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে মিল থাকে। যথা—

“অন্তভূপ, লোলুপ সে দেশ অধিকারে,
বিপুল বিক্রমে যদি করে আক্রমণ ;
হেন কাপুরুষ নাহি অবাধে তাহারে
প্রস্তুত সে প্রিয় ভূমি করিতে অর্পণ।” (১)

“প্রভাত হইলে নিশি, হাতে লরে থালা
পূরিত উদ্যানসার সুরসাল ফলে,
ধীরে ধীরে উপনীত বকুলের তলে,
ধনশালী কোন এক বণিকের বালা।” (২)

কোন কোন কবিতার এইরূপ চারি চরণের পর পরস্পর ত্রিভাঙ্গরনিবদ্ধ দুই চরণ থাকে। যথা—

“লোচন আনন্দকর সুন্দর আনন,
অধর প্রবাল, দন্ত মুকুতা-গঞ্জিত ;
নিম্নি উন্মীলিত নীল উজ্জল নয়ন,
অর্ধফুট কথা গুলি অমিয়-জড়িত—
—নবোৎপলিকলা—একিরে অন্তার !
অকালে করাল রাহ আসিন্ তাহার ?”

কোন কোন কবি পয়ারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া চতুর্দশের
অধিক অক্ষর গ্রহণ করেন। যথা—

“মরি কিবা মুরছর পুরছর এক দেহে :

যেন নীলমণি ক্ষুটিকে মিলিত হয়ে রহে।

লিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ।

আধা ফণীতে বিনান বেণী সাজে জটা গুচ্ছ।” (১)

“হুর্গের দ্বিতীয় ঘারে মহীপতি আসি দেন বার :

বসিয়া ঘেরিল তাঁরে তারাকারা এগার কুমার।

সেই দিন রাজা তথা পরিহরি ছত্র সিংহাসনে,

রাজ্যপাটে যথাবিধি বরিলেন প্রথম নন্দনে।” (২)

ভঙ্গ পয়ার।

• ভঙ্গ পয়ারের প্রথম চরণ, আট অক্ষরে গ্রথিত হয় ও
তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। দ্বিতীয় চরণটী অবিকল
পয়ারের মত। যথা—

“পণে জাতি কেবা চার, পণে জাতি কেবা চার,

প্রতিজ্ঞায় বেই জিনে সেই লয়ে যার।

• দেব পুরাণ-প্রসঙ্গ, দেব পুরাণ-প্রসঙ্গ,

যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ”।

ত্রিপদী।

ত্রিপদী ছন্দে তিনটী করিয়া পদ থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ও

দ্বিতীয় পদের পরস্পর মিল থাকে, তৃতীয় পদটি যুগ্মচরণের
তৃতীয় পদের সহিত মিলে।

ত্রিপদী লঘু ও দীর্ঘভেদে দুই প্রকার।

লঘু ত্রিপদী।

লঘু ত্রিপদীতে প্রত্যেক চরণে কুড়িটি অক্ষর থাকে ; তন্মধ্যে
প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ছয়টি করিয়া বারটি এবং তৃতীয় পদে
আটটি অক্ষর থাকে। যথা—

“কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর,

কোটি শশী পরকাশ।

গন্ধর্ব্ব কিসর, যক্ষ বিদ্যাধর,

অঙ্গর গণের বাস।”

কখন কখন লঘু ত্রিপদী ছন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে মিল
থাকে না। যথা—

“রতি কহে, আহা ! তুমি ইন্দুবালী

দানবকুলের মণি।

না দেখি শচীরে তার শোকে এত

বিধুবা চইলা ধনি।”

ভঙ্গ লঘু-ত্রিপদী।

ভঙ্গ লঘু-ত্রিপদীর প্রথম দুই চরণে দুই পদ থাকে। ঐ
দুইটি পদ আটটি করিয়া অক্ষরে সম্বন্ধ ও পরস্পর (এবং যুগ্ম
চরণের শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত থাকে। দ্বিতীয়
চরণটি অবিকল লঘু ত্রিপদী। যথা—

“ওয়ে বাছা ধুমকেতু মা বাগের পুণ্য হেতু
কেটে ফেগ চোবে, ছেড়ে দেহ মোরে
ধর্মের বান্ধব সেতু।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণে ছাব্বিশটি অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে
প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে আটটি করিয়া ষোলটি ও তৃতীয় চরণে
দশটি থাকে। যথা—

বিনি কোটি শশধর, কিবা মুখ মনোহর,
মণিময় মুকুট মাধার।
ললিত কবরী ভার, তাহে মালতীর হার,
ভ্রমর ভ্রমরী কল গার।”

ভঙ্গ দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ভঙ্গ দীর্ঘ-ত্রিপদীর প্রথম চরণে দুই পদ থাকে।, এই দুইটি
পদ দশটি করিয়া অক্ষরে সম্বন্ধ ও পরস্পর (এবং যুগ্মচরণের
শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত থাকে। দ্বিতীয় চরণটি
অবিকল দীর্ঘ ত্রিপদী। যথা—

“তায় হায় কি কব বিবিরে,
সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে,
শিরোমণি নগ্নকের মণিহার হৃদয়ের
দিয়ে লর সুখের নিধিরে।

চৌপদী ।

চৌপদীর প্রত্যেক চরণে চারিটি পদ থাকে; তন্মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে পরস্পর মিল থাকে, চতুর্থ পদটি যুগ্ম-চরণের চতুর্থ পদের সহিত মিলে ।

চৌপদী লঘু ও দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার ।

লঘু চৌপদীর প্রথম তিনটি পদে ছয়টি করিয়া আঠারটি অক্ষর থাকে । চতুর্থ পদটিতে পূর্বপদত্রয় হইতে নূন অক্ষর থাকে, কর্ণটী নূন থাকে তাহার গুরুতা নাই—কবিতা ইচ্ছামতে চতুর্থ পদে পাঁচটি হইতে দুইটি অক্ষর পর্য্যন্ত নিবদ্ধ করেন । যথা—

কি মেকু-শিখর

বিবেচনা কর

শিখরী অচল

শশাঙ্ক সমল,

“ হে বহুভাষিনি,

যুদ্ধবিলাসিনি

হে মৃদুভাষিনি

তারর ভাষিনি,

সাজিল সঘন,

করিবারে রণ,

শির'পরে ডাঁড়,

সাজ সাজ সাজ,

কিবা বিধুবর,

কি তরুতলে ।

এ দেখি সচল,

সকলে বলে । (১)

দৈত্য-বিনাশিনি,

ত্রাহি শিবে !

ঘোরনিলাদিনি

মাং হি ভবে । ”... (২)

সেনা অগণন,

চলিল ।

বহু তিরন্দাজ ;

বলিল । ”... (৩)

“কুম্ভের ভার রাখে চারি ধার,
কি কহিব তার, শোভা।
যুবক যুবতী, প্লক মুরতি,
রতিপতি-মতি- লোভা।”.....(৪)

দীর্ঘ চৌপদীর প্রথম তিন পদে সচরাচর আটটি করিয়া
অক্ষর থাকে (কখন কখন আটটির অধিকও থাকে, দ্বিতীয়
টদাহরণ দেখ) চতুর্থ পদটিতে নূন অক্ষর থাকে। যথা—

“প্রহর বাজিল অই, প্রাণেশ আইল কই,
উঠে চল যাই সই, কি হইবে থাকিলে?
তবেত হইবে সুখ, হেরিব তাহার মুখ,
সহিব এতেক ছুখ প্রাণে সখি বাঁচিলে!” (১)

“দৌড়ার আধ আধ আধ শশী,
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী,
আধট চাকু কবরী রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা,
আধ মণিময় হার উজলা,
আধ গলে শোভে গল কালা,
আধই সুখা মাধুরী রে” (২)

ললিত।

ললিত ছন্দঃ চৌপদীর মত চারি পদ বিশিষ্ট; তবে প্রভেদ এই, চৌপদীর প্রথম তিন পদে পরস্পর মিল থাকে, ললিত ছন্দের কেবল প্রথম দুই পদে মিল থাকে, তৃতীয় পদে মিল থাকা আবশ্যক নহে।

এই ছন্দও লঘু ও দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার।

দীর্ঘ-ললিত।

“নয়ন অমৃত নদী সর্ষদা চঞ্চল যদি,
নিজ পতি বিনা কভু অন্ত জনে চায় না;
হাস্ত অমৃতের সিক্ত ভুগায় বিছাৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্ত দিকে ধায় না।”

লঘু-ললিত।

“নয়ন কেবল নীল উৎপল,
মুখ শতদল দিরা গঠিল।
কুন্দে দন্ত পাতি রাখিয়াছে গোঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল।

একাবলী ছন্দঃ।

একাবলী ছন্দে একাদশ অক্ষর থাকে। বথা—

“পঞ্চমুখে গেরে পঞ্চম ভালে,
নাচয়ে শঙ্কর বাজারে গালে,
নাটক দেখিয়ু শিব ঠাকুর,

হাসেন অন্নদা মুহুম্মুর ।

অন্নদা অন্ন দেহ এই বাচে ।

ভারত ভুলিল ভবের নাচে ।”

কখন কখন একাবলী ছন্দেও প্রথম দুই চরণে মিল না থাকিয়া প্রথম তৃতীয়ে এবং দ্বিতীয় চতুর্থে মিল থাকে । যথা—

“বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায়

পল্লববসনা শাখা সদনে ?

নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যার—

বাঁশী ধ্বনি আজ নিকুঞ্জবনে ?

হার, ওকি আর গীত গায়িতে ?

না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাদিছে !”

বিশ্রহসঃ ।

অধুনা নানা ছন্দঃ মিশ্রিত করিয়া কবিতা লিখিবার প্রথা চলিত হইতেছে । যথা—

“যুধসহ, ছিলে তুমি স্বাধীন যখন,

যথা ইচ্ছা সেই স্থানে করিতে চরণ ।

নামিয়া হৃদের জলে, পদ্যবনে পদে দলে,

কোমল মৃণালু ছিঁড়ে করিতে তরুণ;

সে সুখ তোমার করি, গিরেছে এখন ।” (১)

“কেলিয়া দিয়াছি আমি বত অলঙ্কার—

রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ !

ছিঁড়িয়াছি ফুলমালা, জুড়াতে মনের জালা,

চন্দনচর্চিত দেহে ভাস্কর লেপন !

আর কি এ সব সাধ আছে গো রাখার ?” (২)

“হে বসুধে জগৎ জননি !

দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে !

যবে দশানন অরি,

বিসর্জিত হতাশনে জানকীস্বন্দরী,

তুমি গো রাখিলে বরাননে !

তুমি, ধনি, বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে

জুড়ালে তাকার জালা বাসুকিরমণি ।” (৩)

ফুটিল বকুল ফুল কেনলো গোকুলে আজি,

কহ তা সজনি ?

আইল কি ঋতুরাজ, ধরিল কি ফুলসাজ,

বিলাসে ধরণী ?

মুছিয়া নরন জল, চল লো সকলে চল,

শুনিব তমাল তলে বেগুর সুরব ;

আইল বসন্ত যদি আনিবে মাধব ।” (৪)

এইরূপ বিমিশ্র ছন্দগ্রন্থকালে কবিগণ যে প্রত্যেক
চরণই পয়ারাদির লক্ষণানুসারে রচনা করেন এরূপ নহে;
ভাঁহারা মধ্যে মধ্যে কোন কোন চরণে স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে
অক্ষরের মাত্রা নির্দেশ করিয়া থাকেন। যথা—

“ বাদলের বারি ধারা প্রায়,

পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।

বর্ষে চর্ষে ঠেকে বাণ, হতে শত শত খান

অবিরত পড়িছে ধরায়।

হেন কালে নিশা আগমন,

অস্তাচলে চলিল তপন ;

তিমিরে পূরিল বিধ, কিছুই না হয় দৃশ্য

অহির হইল সেনাগণ।” (১)

“ এস এস সহচরীগণ,

এস সহচরীগণ !

হতাশনপ্রাসে করি জীবন অর্পণ।

ধর সবে মনোহর বেশ,

বাঁধ বিনাইয়া কেশ

চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ।

ওরে সখি, আজরে সুদিন,

ঘটিয়াছে ভাগ্যাবধীন,

শুধিব জীবনদানে পুতিপ্রেম ধন।” (২)

(খ)

“তখন আবার বীণা-বাদ্যকর

বীণা নিল করে, সক্রমণ করে,

অমর দর্প করিল চুর ;

আরস্ত লোচন ঘন গরজন,

স্তব্ধ হইল অমরপুর ।

সক্রমণ করে বীণা করে ধ’রে,

গাহিল,—“যখন প্রলয় হবে,

যখন জৈশান হর হর বোলে,

বাজাবে বিরাগ ঘন ঘোর রোলে,

জলে জলময় হবে ত্রিভুবন,

না রবে তপন শশীর কিরণ,

অগ্ন মণ্ডল কারণ-বারিতে,

ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,

তখন কোথা এ বিভব রবে ।

এই সুরপুরী এ সব স্মারী

এ বিপুল ভোগ কোথায় যাবে !” (৩)

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ পয়ার ছন্দের ন্যায় চতুর্দশ অক্ষরের
মাত্রায় রচিত হয়। পয়ারে চতুর্দশ বর্ণের পর, মিলের
অনুরোধে বাক্য পড়ে ; অমিত্রাক্ষর ছন্দে সে অনুরোধ নাই,

সুতরাং আবশ্যক না হইলে কোন বর্ণের পর বসি পড়ে না।
যথা—

“কনক আসনে বসে দশানন বলী—

হেমকূটহৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা

ভেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি

লভাসদ, নতভাবে বসে চারি দিকে।

ভূতলে অতুল সভা—ফটিকগঠিত ;

তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে,

সরস কমল-কুল বিকসিত যথা।”

পর্যায় ছন্দে চতুর্দশ অক্ষর গ্রহণে যে নিয়মগুলি লিখিত
হইয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় সেই নিয়মগুলির প্রতিও
দৃষ্টি রাখিতে হয়। কচিং ছই এক স্থানে নিয়ম ভঙ্গ হইলে
ভুত দোষ হয় না। যথা—

“ঝর ঝর ঝরে

অবিরল অক্ষধারা—তিতিয়া বসন ;

যথা তরু, তীক্ষ্ণশর সরস শরীরে

•বাজিলে, কাঁদে নীরব।...”—(১)

“ছিরদ-রদ-নির্মিত গৃহদ্বার দিয়া

বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃত্তা যেন

উষা ! ,—(২)

অলঙ্কার ।

মহাশয়-শরীরের শোভা সম্পাদক বলিয়া যেমন বলয়, হার প্রভৃতিকে অলঙ্কার করা যায়, সেইরূপ কাব্যের অঙ্গ স্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভা সম্পাদক ধর্ম বিশেষকে অলঙ্কার করা গিয়া থাকে ।

অলঙ্কার দুই প্রকার, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার ।

শব্দালঙ্কার ।

বাঙ্গালা ভাষায় যে সমস্ত শব্দালঙ্কার প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে অমুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ প্রধান ।

অমুপ্রাস ।

উচ্চারণবৈষম্য হইলেও শব্দের বর্ণ-গত সাম্যকে অমুপ্রাস কহে । যথা—

“ নহে সুখী সুখী নিরখি নন্দিনীরে ;

অসম্বর অস্বর, অস্বর পড়ে শিরে ।

জ্ঞান হারা ; তারাকারা ধারা শত শত ;

গোয়ুগে গলিত ধারা, তুষা নিষ্ঠাগত ।

বিগলিত কুন্তল—জলদগুঞ্জ ছটা,

নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা ।

ভূপ উপে উপনীত মলিনবদন,

সজ্জনে জিজ্ঞাসে শীঘ্র ধরনীভূষণ—

বিমল-কমল-মুখ নান কেন কবে,
অদ্য কান্তে, কৃতান্তে নিশান্তে কারে লবে ?”

বমক ।

ভিন্নার্থ-বোধক বর্ণ সমূহের পুনরাবৃত্তিকে বমক কহে ।
প্রয়োগ ভেদে বমকের তিন প্রকার ভেদ হইরাছে—আদ্য,
মধ্য ও অন্ত্য বমক ।

আদ্য-বমক ।

“সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি, মুখ কমলজ,
কি রূপ ! কি রূপ করি কৈল কমলজ !”

মধ্য-বমক ।

“পাইয়া চরণ-তরি তরি তবে আশা ।
ভরিবারে সিদ্ধু ভব ভব সে ভয়সা ।”

অন্ত্য-বমক ।

“আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি,
অন্য লোকে ভূরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ।
ইলভ চন্দন চুয়া লজ জায়ফল ;
স্বলভ দেখিহু হাটে—নাহি যায় ফল ।”

শ্লেষ ।

যে স্থলে এক বা ততোধিক শব্দ হই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত
হয়, তথায় শ্লেষ অলঙ্কার হয় ; বধা—

“অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিগুণ।

কোন গুণ নাহি তার কপালে আঙণ।

কু-কথার পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ,

কেবল আমার সঙ্গে হৃদয় অহর্নিশ।

গঙ্গা নামে সত্য তার তরঙ্গ এমনি,

জীবন স্বরূপা, সে স্বামীর শিরোমণি।

ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে,

না মরে পাষণ বাপ দিল হেন বরে।”

এই উদাহরণে গুণ, কু, তরঙ্গ, পাষণ প্রভৃতি শব্দগুলি
দ্বিষ্ট অর্থাৎ দ্ব্যর্থ ঘটিত।

“অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী,

পাঁচপুত্র নৃপতির সবে যুবজানি।”

যুবজানির দুই অর্থ হয়; একটা যুবতী পত্নীর স্বামী, আর
একটা যুবালিয়া জানি।

অর্থালঙ্কার।

অর্থালঙ্কার অনেক গুলি। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে গুলি
সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এস্থলে কেবল সেই গুলির
নাম ও লক্ষণ লিখিত হইল।

উপমা।

এক ধর্মবিশিষ্ট ভিন্ন জাতীর বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য কখনকে
উপমা কহে। যথা—

“ কি কব লজ্জার কথা

লতা লজ্জাবতী বথা :

মৃতপ্রায় পর-পরশনে ।—(১)

“ শুধাইল অশ্রুবিন্দু, যথা

শিশির নীরের বিন্দু, শতদলদলে,

উদয়-অচলে ভাহু দিলে দরশন ।”—(২)

যাহার সহিত তুলনা দেওয়া যায় তাহাকে উপমান ও
যাহাকে তুলনা করা যায় তাহাকে উপমেয় কহে ।

একটি উপমেয়ের অনেক গুলি উপমান থাকিলে মালোপমা
কহে । যথা—

“ যথা ছুখী দেখি স্রবিশ প্রবীণচিত্ত হর ;

যথা হরষিত ভূষিত স্মৃশীত পেয়ে পর ;

যথা চাতকিনী কুতূকিনী ঘন দরশনে ;

যথা কুশুদিনী প্রমোদিনী হিমাঃশুমিলনে ;

যথা কমলিনী মগিনী যামিনী যোগে ধেকে,

শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে ;

হলো তেমতি স্মৃতি নরপতি মহাশয়,

পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয় ।”

রূপক ।

সাদৃশ্য হেতু প্রস্তুত বস্তুতে অন্য কোন বস্তুর আরোপ
করাকে রূপক অলঙ্কার বলে । রূপক বোধের নিমিত্ত “রূপ”
বা “স্বরূপ” শব্দ ব্যবহৃত হয় । যথা—

“সূর্য্যরূপ সিংহ অন্তাচলের শুহাশায়ী হইলে ধ্যানরূপ
হস্তিযুগ নির্ভয়ে ভগৎ আক্রমণ করিল। নলিনী দিনমণির
বিরহে অগিরূপ অশ্রুজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমলরূপ নেত্র
নিম্নলীন করিল।”

রূপক অলঙ্কার স্থলে সমান হইলে রূপ শব্দের লোপ হইয়া
যায়। আর প্রায়ই অনেক স্থলে রূপ শব্দ প্রযুক্ত হয় না,
তথ্য রূপ শব্দটি আছে এরূপ বিবেচনা করিয়া লইতে হয়।
যথা—

“শান্তির সরসী মাঝে, সুখ-সরোরুহ রাশে
মনোভূজ মজুক হরিষে,
হে বিভো কঙ্কণামর, বিজ্রোহ-বারিধ চর,
আর যেন বিষ না বরিষে।”

“..... শোকের-ঝড় বহিল সভাতে।
সুঁত্র-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিখাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রুবারি ধারা
আসার, জীমূত-মস্ত্র হাহাকার রব।”

উৎপ্রেক্ষা।

যে স্থলে বর্ণনীর বিষয়ের সহিত অপর কোন বিষয়ের
অভেদ করণা করা যায়, সেই স্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।
যথা—

“ ধবল নামেতে গিরি হিমাচল-শিরে ;
 অত্রভেদী দেব-আত্মা ভীষণদর্শন,
 সতত ধবলাকৃতি অচল অটল,
 যেন উর্দ্ধ-বাহু সদা শুভ্র বেশধারী
 নিমগ্ন তপঃ-সাগরে বোমকেশ শূণী ।”

এই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার দুই ভাগে বিভক্ত,—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। “যেন” “বুঝি” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকিলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়, আর যে স্থলে যেন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ না থাকে, অথবা উহা বুঝিয়া লইতে হয়, তথায় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা বলা যায়।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

• অমৃত সঞ্চারি তবে দেব শিল্পীরেব
 জীবাঈলা ভুবনমোহিনী বরাদনা—
 প্রভা যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়াইলা
 ধাতার আদেশে !”

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

• “ ——— সুন্দর হেন সময়,
 সুড়ঙ্গ হইতে উঠিল বরিতে,
 ভূমিতে চাঁদ উদয় !”

প্রাতিমান অলঙ্কার ।

সাদৃশ্য হেতু এক বস্তুতে অন্য বস্তু বসিয়া যে জ্ঞান, তাহার নাম প্রাতিমান । এই প্রাতিমান প্রাতিভা দ্বারা উৎপাদিত হইলে প্রাতিমান অলঙ্কার হয় । যথা—

“ রথ চূড়া পরে,
শোভিল দেব পতাকা, যেন অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা । চারি দিকে মেঘকুল
হেরি সে কেতুর কাস্তি, প্রাতিমানের মাতি
ভাবি তারে অচলা চপলা, ক্রতগামী
গর্জিয়া আইল সবে লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী ।”

কিন্তু বাস্তবিক প্রাতিমান হইলে এই অলঙ্কার হয় না । যথা—

“ স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে ক্ষুটিক মণ্ডন,
দ্বার হেম আনিয়া চলিল হর্যোধান ।
ললাটে প্রাচীর লাগি পড়িল ভূতলে,
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভাস্থ সকলে ।”

এই স্থলে, মরদানব নির্মিত সভাগৃহের প্রাচীরসংবদ্ধ ক্ষুটিকে হর্যোধানের বাস্তবিক যে দ্বারভ্রম হইয়াছিল, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং প্রাতিভা দ্বারা উৎপাদিত না হওয়াতে প্রাতিমান অলঙ্কার হইল না ।

নিদর্শনা ।

সাদৃশ্য হেতু যদি কাহার উপরে কোন অবাঞ্ছনিক বাক্য
কিংবা কার্য্য আরোপিত করা যায়, তাহা হইলে নিদর্শনা
অলঙ্কার হয় । যথা—

“নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রামব ভিখারী
বধিল সন্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?

বিধাতা যথার্থ ফুল দল দিয়া শাল্মলী তরু ছেদন করেন
নাই ; অথচ তিনি করিয়াছেন বলিয়া নির্দেশ আছে । বিধাতার
উপরে এই কার্য্য কেবল সাদৃশ্য প্রতিপাদন জন্য আরোপিত
হইয়াছে । কেননা ভিখারি রামব কর্তৃক বীৰ্য্যশালী ধনুর্ধরের
নিহনন ফুলদল দ্বারা শাল্মলী তরুর ছেদনের ন্যায় ।

দৃষ্টান্ত অলঙ্কার ।

যে স্থলে দুইটী বস্তুর সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়
অথচ উভয়ের কার্য্য একরূপ নহে, তথায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার
হয় । যথা—

“দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রচার ;
হায় বিধি ! চাঁদে কৈল রাহুর আহার ।”

বিভাবনা।

যে স্থলে কারণ ব্যতীত কার্যোৎপত্তি হয়, তথায় বিভাবনা অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

“সেই কামিনীর মধ্যদেশে বিনা প্রযত্নে ক্ষীণ, লোচনদ্বয় শঙ্কা ব্যতিরেকেও চঞ্চল ও শরীর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত না হইলেও মনোহর হইয়া উঠিল।

এই উদাহরণে মধ্যদেশের ক্ষীণতা, লোচনের চাঞ্চল্য এবং শরীরের মনোহারিতা এই তিনটি কার্যের কারণ যৌবন, কিন্তু তাহার কোন নির্দেশ নাই।

কারণ না থাকিলে কার্য হয় না ; বিভাবনা অলঙ্কার স্থলে কারণটি অনির্দিষ্ট থাকে।

ব্যতিরেক।

যে স্থলে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের তুল্যতা অর্থাৎ আধিক্য প্রতীত হয়, তথায় ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

“কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা
পদ নখে পড়ে তার আছে কতগুলি !”

সমাসোক্তি।

যে স্থলে সমান কার্য, সমান লিঙ্গ বা সমান বিশেষণ দ্বারা কোন প্রস্তুত বিষয়ে অন্য বস্তুর ব্যবহার সম্যাক্রূপে আরোপিত হয়, তথায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা

“ হায় রে ! তোমারে কেন দোষি ভাগ্যবতি ?
 ভিখারিণী রাধা এবে, তুমি রাজরাণী,
 হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, শ্রুভগে ! তব সঙ্গিনী,
 অর্পেন সাগর করে তিনি তব পানি !
 সাগরবাসরে তব তাঁর সহ গতি ।”

এই স্থলে যে কামিনী সখীসঙ্গিনী লইয়া পতিপাশে গমন করেন, তাঁহার সেই ব্যবহার যমুনাতে আরোপিত হইয়াছে ।

—
 স্বভাবোক্তি অলঙ্কার ।

পদার্থ সকলের প্রকৃত রূপগুণাদির যথার্থ বর্ণনকে স্বভা-
 বোক্তি অলঙ্কার বলে । যথা—

“ উঠ হে পথিকবর, ভাবুকপ্রবর,
 ভাব-নিদ্রা হর, বেলা তৃতীয় প্রহর ।
 অই দেখ গোধন মহিব মেঘ দলে,
 ছায়াহেতু দলে দলে তরু-তলে চলে ।
 গোষ্ঠ ভাঙ্গি হান্সারবে উচ্চ পুচ্ছ তুলে,
 সমাকুল বৎসকুল ধায় বৃক্ষমূলে ।
 প্রথর ভাহুর করে প্রবল পিপাসা,
 পানি পাতি প্রবাহের পর পিরে চাষা ।
 মেদিনীর মৌনব্রত—সুত সমুদয়,
 কেবল সমীর ধীর ধীরে ধীরে বয় ;—

(গ)

কেবল মরালদল করি মদকল,
সস্তরে রিহরে যথা বিকচ কমল—
কেবল বিটপী বটে বসন্ত-বিহগ
আলাপিছে মুহূতান সহ নানা ধগ ।”

প্রাচীন কবির স্বভাবোক্তি অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন। বাম্বীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ যে সমস্ত কাব্য ও নাটকাদি লিখিয়া গিয়াছেন তৎসমস্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে পূর্ণ।

উল্লেখ অলঙ্কার।

একমাত্র পদার্থের বিবিধ প্রকারে উল্লেখের নাম উল্লেখ অলঙ্কার।—

“বিদ্যা নামে তার কত্তা আছিল পরম ধত্তা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।”

দীপক।

যে স্থলে প্রোত্তাবিত ও অপ্রোত্তাবিত এই উভয় বিষয়ের এক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় ও যে স্থলে অনেক ক্রিয়ার এক কর্তা নির্দিষ্ট হয়, তথার দীপক নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

“জগজ্জিগীষু শিশুপাল অদ্যাপি পূর্ব্ব অন্নের ভায় বল-
দর্শে দর্শিত হইয়া অগতের পীড়ন করিতেছে, সাধ্বী জী ও
নিশ্চলা প্রকৃতি অগ্নাস্তরেও পুরুষের অমুগামিনী হয়।”

এই উদাহরণে প্রস্তাবলব্ধ নিশ্চল প্রকৃতি এবং অপ্রস্তাবিত
সাধনী স্ত্রী এই উত্তরে এক ‘অমুগমন’ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ
হইয়াছে।

“—হার সখি কেমনে বর্ণিব,
সে কান্তার-কান্তি আমি ? * * *
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুণমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিতা ছায়ায় ; কভু বা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে সঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি ;
নব লতিকার, সতি ! দিতাম বিবাহ
তরুণহ । ”

এখানে এক আমি কর্তার সঙ্গে সকল ক্রিয়ার অবয়ব দেখা
বাইতেছে।

অতিশয়োক্তি।

উপমেরের একেবারে উল্লেখ না করিয়া যদি উপমানকেই
উপমেররূপে নির্দেশ করা যায় তাহা হইলে অতিশয়োক্তি
অলঙ্কার হয়।

মুখ হইতে মধুর বচন নিঃসৃত হইতেছে এই অর্থে “চন্দ্র
হইতে স্নেহা বর্ণন হইতেছে” বলিলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার
হয়। বধা—

“বসিরা চতুর কহে চাতুরীর সার
অপক্লপ দেখিলু বিদ্যার দরবার,
ভড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে,
ভারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে !”

অর্থান্তরন্যাস ।

যে স্থলে সাধারণ ঘটনাদ্বারা কোন বিশেষ বিষয়ের, অথবা
বিশেষ ঘটনা দ্বারা সাধারণ বিষয়ের দৃঢ়তা সমর্থিত হয়, তথাক
অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয় । যথা—

“একা যাব বর্জমান করিয়া যতন ;
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন ?” (১)

“যত দিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা, আমার সম ।
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে, যাতনা মম ।
চিরস্থখী জন, প্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে ।
কি বাতনা বিবে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীষিবে, দংশেনি যারে !”—(২)

অপক্লুতি ।

একত বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপের নাম অপক্লুতি ।

যথা—

“ও নহে আকাশ, নীল নীর-নিধি হয় ;
ও নহে তারকাবলী, নব ফেনচয় ;
ও নহে শশাঙ্ক, কুণ্ডলিত কনিধর ;
ও নহে কলক, তাহে শয়িত কেশব ।”

ব্যাঙ্গজ্ঞতি ।

যেখানে নিন্দাচ্ছলে জ্ঞতি বা জ্ঞতিচ্ছলে নিন্দা করা হয়
তথায় ব্যাঙ্গজ্ঞতি অলঙ্কার হয়। যথা—

“সভাজন গুন, জামাতার গুন,
বয়সে বাপের বড় ।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ।
‘মান অপমান, অহান কুহান,
অজ্ঞান-জ্ঞান সমান ।
নাহি জানে ধর্ম, নাহি মানে কর্ম,
চন্দনে ভস্ম জেয়ান ।
যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে,
অশানে স্বরগে সম ।
গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাজড়ের নাহি যম ।”—(১)

এই স্থলে কবি নিন্দাচ্ছলে মহাদেবের সর্বশ্রেষ্ঠতা ও
অমরতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করিয়া জ্ঞতি করিতেছেন ।

বিবাহ করিয়া সীতারে লয়ে ,
 আসিছেন রাম নিজ আলয়ে,
 শুনিয়া যতেক বালক সবে,
 আসিয়া হাসিয়া কহে রাঘবে ;
 তুমিহে কুমার, তোমারি আজ,
 কুলের উচিত হইল কাজ ।
 তব হে জনম অতি বিপুলে
 ভুবনবিদিত অজের কুলে ;
 জনক-দুহিতা বিবাহ করি,
 তাহাতে ভাসালে যশের তরি !”

এই স্থলে অজ শব্দে ছাগ এবং জনকদুহিতা অর্থে সহো-
 দরা ঘটাইয়া স্তুতিচ্ছলে নিন্দা হইতেছে ।

পদ্যপাঠ ।



তৃতীয় ভাগ ।

চিতোর ।

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণকারণ,
ভারতের নানা দেশ করি পর্যটন ;
অবশেষে উপনীত রাজপুতানায়,
বন্দুধা বেষ্টিত যার কীর্তি-মেখলায় ।
দেখিলেন, অজামীল-পুরী আজমীর,
ঘণ্টাগীর, যোধপুর, আর বিকানীর,
কোটা, বুঁদি, শিকাবতী, নীমচ, নারয়ে,
উদয় উদয়পুরে প্রফুল্ল-হৃদয়ে ;

জয়সিংহ-পুরী জয়পুর চারুদেশ, *
 যার শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠ বিশেষ ।
 আমি বহু রাজপুরী, সানন্দ অন্তরে
 প্রবেশেন এক দিন চিতোর নগরে, †
 দেখেন অচল এক অতি উচ্চতর,
 তার নিয়ে শোভাকর সুন্দর নগর ।
 গিরি'পরে শোভে গড় প্রাচীরে বেষ্টিত,
 রাজ-চক্রবর্ত্তি-হিন্দুস্থান-‡ প্রতিষ্ঠিত,
 ধরাধর-অঙ্গে শোভে নানা তরুণর,
 নরনের প্রীতিকর ওষধি বিস্তর ;
 কোন স্থলে মৃৎস্থর করি নিরস্তর,
 উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর ;
 তরুণ-অরুণ-ভাতি জলে কোন স্থলে,
 প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে,

* এক্ষেপে চুণ্ডার বা আশ্বের রাজ্য ইহার রাজধানীর নামানুসারে
 জয়পুর রাজ্য বলিয়া উক্ত হয় । জয়পুরনগর জয়সিংহকর্তৃক স্থাপিত ।

† চিতোর—মিবারের পূর্বতন রাজধানী । সম্রাট আকবরসাহ
 উহার দুর্গজয় করিলে, মিবারের তদানীন্তন রাণা উদয়সিংহ উদয়পুর
 নগরে রাজধানী স্থাপন করেন । মিবারের রাণারা সূর্য্যবংশাবতংস
 ব্রাহ্মচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র লবের বংশোদ্ভব । আকবরের রাজত্বের পূর্বে
 মিবার একটা পরাক্রান্ত ক্ষুদ্ররাজ্য ছিল ।

‡ উদয়পুরের রাণাদেগের আদিপুরুষ বাপ্পারাজ অন্যান্য উপাধির
 স্ফীত এই গৌরবাক্তক উপাধি ধারণ করেন ।

কোথায় তটিনীকুল কুলকুল স্বরে,
 শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা ধরে ;
 যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার,
 ঝল মল ভাঙ্ক-করে করে অনিবার,
 নানা জাতি বিহঙ্গ সুরঙ্গে করে গান,
 সস্তাপীর তাপ দূর, হরে মনপ্রাণ ।

আহা এইরূপ শোভা অতি অপরূপ !
 উথলয় ভাবুক জনের ভাব-কূপ ।
 সরসী, সরিৎ, সিদ্ধু, শেখর স্তম্ভর,
 গহন, গহ্বর, বন, নির্ঝরনিকর,
 দিনকর, নিশাকর, নক্ষত্রমণ্ডল,
 মেঘমালে তড়িতের চমক উজ্জল,
 ইহ থলু নিসর্গের শোভা অরূপম ;
 বাহে জন্মে ভাবুকের বিলাসবিভ্রম ।
 আর মন ! চল যাই সেই সব দেশে,
 যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে ।
 দেখিব বিচিত্র শোভা, শৈল আর জলে,
 শ্রবণ যুড়াবে, তটিনীর কলকলে,
 কন্দরে কন্দরে ফুটে কুসুম অশেষ,
 শরীর যুড়াবে, যাবে সমুদায় ক্রেশ !

জন্মভূমি ।

কামিনীর কমনীর কণ্ঠস্বা হারে
 হৃদয়তিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর,
 সেইরূপ সমুদায় মেদিনী-মাঝারে
 আছে দিব্য স্থান এক অতি মনোহর !

প্রকৃতির অতিপ্রিয় সেই রম্য স্থল,
 নয়নের অভিরাম সেখানে যেমন
 নগ, নদী, বনভূমি, প্রান্তর শ্যামল,
 ছুবনভিতরে আর নাহিক তেমন ।

বিতরে উজ্জ্বলতর কর তথা বিধু
 সূর্য্যের সূবর্ণ করে দীপ্ত দিনমান,
 মেঘের সমীর সদা বহে বৃষ্টিবৃষ্টি
 ভূতলে অতুল সেই রমণীয় স্থান !

বিশাল বারিষিমাঝে বহির্জ বাহিয়া,
 কর্ণধার নির্ভীক অনেক দেশে বার,
 স্রষ্টাচিন্তে নহে কিছ রহে কোথা পিঙ্গা
 নিরধিতে সেই ভূমি চিত সদা চায় ।

অন্য ভূপ, লোলুপ সে দেশ অধিকারে,
 বিপুলবিক্রমে যদি করে আক্রমণ ;
 হেন কাপুরুষ নাহি অবাধে তাহারে,
 প্রস্তুত সে প্রিয় ভূমি করিতে অর্পণ ।

বন্ধপরিকর সবে যুদ্ধ-ভূমে ধায়,
 গৃহ-সুখ-অভিলাষ দিয়া বিসর্জন,
 জনম সফল ভাবি লয় সে বিদায়,
 প্রিয়দেশ রক্ষা দায়, যাহার নিধন ;

অদনা ভূষণপ্রিয়া সে দেশ রক্ষণে,
 অকুণ্ঠিতা উন্মোচনে গাত্র-অলঙ্কার ;
 স্নুকেশিনী, শিরশোভা কেশের ছেদনে,
 ক্ষুকা নহে, যদি তাহে হয় উপকার । *

ধন্য সে ধরণীতলে অগ্রগণ্য ধাম !
 যাহার মাহাত্ম্য আমি অক্ষম বর্ণনে ;—

* মুলতান সামুন বংকালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন হিন্দু মহিলাগণ হীরক ও অণালঙ্কার বিক্রয় করিয়া যুদ্ধের সংস্থান পাঠাইয়াছিলেন ।

রোমানেরা কার্বেজ উচ্ছেদবাসনায় বংকালে উক্ত রাজ্য আক্রমণ করে, তখন তৎদেশীয় নারীগণ, ধনুকের হিলা বন্ধন অন্য রত্নের অভাব হইলে, বস্ত্রকের কেশ ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন ।

“বর্গাদপি গরীয়সী” যে ভূমির নাম
উজ্জল করিতে সাধ করে সর্বজনে !

এত অনুরাগ, কোন্ ভূভাগ-উপর ?
যদি অনজ্ঞান কেহ, সন্ধান না পায়,
যারে ইচ্ছা জিজ্ঞাসিলে পাইবে উত্তর,
‘অন্নভূমি’ স্মৃথে ভূমি বাস কর যার ।

চকোর ও চাতক ।

পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথি বৈশাখের মাসে,
পূর্ণকল শশধর গগনে প্রকাশে ।
কৌমুদী-বসনা নিশা মনোহরা অতি,
অনিল শীতল বহে মন্দ মন্দ গতি ;
উজ্জল চক্রে করে ভাবি দিনমান
জাগ্রত কোকিলবধু করিতেছে গান ।
সুখদা কণদা হেন, পূর্ণসুধাকর—
সুধাপানে চকোরের উল্লাস অন্তর ।
হেনকালে অকস্মাৎ তিমির-বরণ
মেঘজাল আচ্ছাদিল সমস্ত গগন ;
শন্ শন্ সমীরণ বহিল প্রবল,
করকাসহিত পড়ে বৃষ্টি অবিরল ।

চকোর বিপন্ন অতি, কাতর-হৃদয়,
 বিষাদে মনের দুঃখ প্রকাশিয়া কর—
 “ হে বিধাতঃ দয়াহীন, একি অবিচার !

কেন সুখভোগ ভঙ্গ করিলে আমার ?

অগতের প্রিয় যেই গগনশোভন,

শীতল চন্দ্রিকা যার যুড়ায় নয়ন,

যে সুধাংশু-সুধাপান সদা চায় মন,

কেন মেঘজালে তার ঢাকিলে বদন ?

নিত্য নয়, এক নিশি মাসান্তে কেবল,

সমুদিত পরিপূর্ণ বিধু সুবিমল !

কিন্তু বিধি প্রতিবাদী হইল এমন,

পূর্ণিমায় অমাবস্যা করিল ঘটন ।

• এই যে গগনব্যাপী জলধরদল,

এই যে প্রমত্ত বায়ু বহে উচ্ছৃঙ্খল ।

এই যে বিদ্যুৎ-প্রভা কলসে নয়ন,

এই যে জীমূতনাদে বধির শ্রবণ,

এই যে মুষলধারে পড়িতেছে জল,

আমার অসুখ তরে এ সব কেবল ।”

নবীননীরদ-ধারা পানের আশায়

উর্দ্ধমুখে ছিল এক চাতক তথায়,

চকোরের খেদ আর বিধিনিন্দাবাদ

ভুলিয়া করিল তার এই প্রতিবাদ ।

“ হে চকোর, স্বার্থপর, সস্বর বিলাপ,
 বিশ্বপাতা বিধাতা নিন্দার জন্মে পাপ
 এই যে গগনব্যাপী জনধরদল
 গজমুক্তাকার ধারা বর্ষে অবিরল,
 কেবল কল্যাণ হেতু জেন সুনিশ্চয় ;
 শিবদাতা ধাতা কভু অপকারী নয় ।
 বৃষ্টিজলে রিষ্টিনাশ উদ্দেশ্য কেবল ;
 উত্তপ্তা আছিল ধরা হইল শীতল ;
 শীর্ণদেহ মহীরুহ, আকুঞ্চিতা লতা,
 ধারাদর-সুধাপানে পেল প্রকল্লতা ;
 রজনী প্রভাতে দেখ কুবীবলগণ,
 হলযোগে ক্ষেত্রভূমি করিবে কর্ষণ,
 চাষের প্রথম পাট হয় এই জলে,
 জীবের আজীব শস্য নহিলে কি কলে ?
 মেঘোদরে এক মাত্র তব অপকার,
 কিন্তু উপকৃত দেখি নিখিল সংসার ;
 স্বল্প-জতি মূলীভূত প্রভূত মঙ্গল
 তোমা হেন বিজ্ঞ কাছে নিন্দিত কেবল । ”

—

স্বভাবের শোভা ।

একদা নিদাঘকালে নিশীথ সময়,
 ভাপিত করিল তহু প্রীত নিরদয় ।

হইল বিবম দার শরনে শরনে,
 চলিলাম বাহিরেতে সমীরসেবনে ।
 প্রকৃতির বিচিত্রতা করি দরশন,
 ডুবিল বিমল সুখ-সিদ্ধি-জলে মন ।
 ঊত্তালতরঙ্গময় সাগরসমান
 কোলাহলপূর্ণ ছিল যেই জনস্থান,
 নির্ঝাত তড়াগসম হয়েছে এখন,
 স্তব্ধীভূত সুগভীর শান্তদরশন ।
 তরু'পরে কিরি শুধু কিঁ কিঁ রব করে,
 সুধার সুধারা ঢালে শ্রবণ-বিবরে ।
 ভুবনব্যাপিনী চারু চল্লিকার ভাস,
 বোধ হয় প্রকৃতি-বদন-ভরা হাস ।
 মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চরে,
 যেন নড়ে তালবৃন্ত প্রকৃতির করে,
 টুপ টুপ পড়িছে শিশিরবিন্দুচয়,
 প্রকৃতির আনন্দাশ্রু অম্লভূত হয় ।
 চেয়ে দেখি নিরমল সুনীল আকাশে,
 সমুজ্জল অগণন তারকা একাশে ।
 যেন নীল চন্দ্রাতপ বক্ বক্ জলে,
 হীরকের কাজ তার করা সুকৌশলে ।
 অনন্তর প্রমোদ-অন্তরে ধীরে ধীরে,
 উপনীত হইলাম তটিনীর তীরে ।

বিকশিত কামিনী-কুসুম-তরুতলে
 বসিলাম চিন্তা-সখী সহ কুতূহলে ।
 মনোরমা সে তটিনী নয়নরঞ্জিনী
 নিরমল নীরময়ী মৃদুলগামিনী ;
 মন্দ মন্দ বায়ুভরে মন্দ মন্দ হেলে ;
 বিধুর উজ্জল আভা তার হৃদে খেলে ।
 কল্লোলিনী কলথরে করে কুল কুল,
 কি ছার বংশীর ধ্বনি, নহে তার তুল
 আম জাম নারিকেল গুবাক তেঁতুল,
 নানাজাতি তরুদলে শোভে হুই কুল ।
 শশিকরে তাহাদের স্নেহময় কার,
 মরি কি আশ্চর্য শোভা ধরিয়াছে হার !
 কোথায় মাধবীসহ জড়িত হইয়া,
 সহকার নদী'পরে পড়েছে বাঁকিয়া !
 যেন নিরমল স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে
 মুখ দেখে কাস্তাকাস্ত পুলকিত-মনে ।
 কোথাও বাঁশের ঝাড় বাঁকিয়া পড়েছে,
 কোথাও তেঁতুলডাল হেলিয়া রয়েছে,
 শোভিছে তাদের ছায়া সলিলভিতরে,
 ক্ষণে স্থির, ক্ষণে দোলে, সমীরণভরে ।
 সারি সারি তরলী হৃদারে শোভা পায়,
 দাঁড়ি মাঝি আরোহীরা স্নখে নিদ্রা যায় ।

কেহ বা জাগিয়া আছে তব্বরের ডরে,
কেহ বা গাইছে গীত গুন্ গুন্ স্বরে ।

এইরূপ প্রকৃতির রূপ দরশনে
আহা ! কি বিমল সুখ উপজিল মনে !
শিহরিল কলেবর, পুলকে পুরিল,
আনন্দাশ্রু অপাঙ্গেতে উদিত হইল ।
মনে মনে কহিলাম, “ অয়ি সুপ্রকৃতে !
গোভনে, বিচিত্র চারু ভূষণে ভূষিতে !
মরি মরি কিবা তব মোহিনী মুরতি !
নিরখি নয়নে হ'ল জড়প্রায় মতি ।
অপরূপ তব রূপ, এক রূপ নয়,
নব নব রূপ ধর সময় সময় । ✓
যখন প্রাবৃত্তকালে জলদের দল
নিয়ত ঢাকিয়া থাকে গগনমণ্ডল,
ঝন্ ঝন্ রবে হর্ষে বর্ষে নব নীর,
মাঝে মাঝে ভীমরবে গরজে গভীর,
থেকে থেকে জ্যোতির্ময়ী চপলা চমকে,
ভুবন উজ্জল করে রূপের ঠমকে,
কদম্ব কেতকী আদি কুসুমনিকরে,
ফুটিয়া কাননকার অলঙ্কৃত করে ।
তখন তোমার চারু রূপ দরশনে,
বল বল নাহি হয় মুগ্ধ কোন্ জনে ?

স্মৃতিময় ঋতুনাথ বসন্তে যখন
 নব পরিচ্ছদে কর তব্ব আচ্ছাদন,
 ফুল ফুল দুর্বাদল চাক্র আভরণে
 রাজাও আপন অঙ্গ সহান্যবদনে ;
 বিহঙ্গ-নির্নাদ-হলে গাও স্তললিত ;
 তখন না হয় কার মানস মোহিত ।
 এইরূপ যে সময়ে বেই রূপ ধর,
 তাতেই তখন ভব-জন-মন হর ।
 লাধে কি গো কত মহা মহা কাব্যকর,
 উপেক্ষিয়া নগরের শোভা মনোহর,
 গভীর অরণ্যে, ঘন শ্যামল প্রান্তরে,
 ভীষণ বিজ্ঞান গিরি-গহ্বরে গহ্বরে,
 হেরিবারে তোমার এ রূপ বিমোহন
 কল্পক্ষণ স্তব্ধভাবে করেন ভ্রমণ ।
 লাধে কি গো ! কবিদের সকল নয়ন
 তুচ্ছ ভাবে অট্টালিকা স্তম্ভ স্রশোভন ।
 সামান্য তরুর পাতা করি দরশন
 চাক্র কারু-কার্যে হয় বিমোহিত-মন ।
 শিক্ সে মনুষ্যগণে শিক্ শিক্ শিক্ ।
 তোমা চেয়ে শিল্পে বারি বাধানে অধিক !
 হেরিতে কৃত্রিম শোভা ব্যাধিচিত্তে ধার,
 তোমার সৌন্দর্য্যপানে কিরিয়া না চার ।

কুজিম কুসুম দেখে প্রবক্তৃৎসব,
 স্বভাবত্ব হুল হুলে অহরহ নয় ;
 মনুষ্য-নির্মিত রম্য হৃদয়ের ভিতরে,
 বহু থাকে চিরকাল প্রফুল্ল অন্তরে ;
 উদ্যান বিপিন গিরি করিয়া ভ্রমণ,
 তোমার বিচিত্র রূপ হেরে না কখন ;
 বনবাণী বিহঙ্গের মধুময় গান,
 শ্রবণ করিয়া কভু না জুড়ায় প্রাণ,
 বিকল তাদের জন্ম, বিকল জীবন,
 বিমল আনন্দ তারা না জানে কেমন ।

ধন্য ধন্য ! সেই স্বেচ্ছুর শিল্পকর !
 যে রচিল তোমার এ তব্ব মনোহর ।
 বিচিত্র কোশল তাঁর, অনন্ত শক্তি !
 বারেক ভাবিলে হয় অবসন্ন মতি ।
 বলগো শোভনে অগ্নি প্রকৃতি স্মরিত !
 কে রচিল তোমার এ কান্তি সুধকরী ?
 কোথা সেই রচয়িতা সর্ব গুণাধার ?
 কোথা গেলে পাব আমি দরশন তাঁর ?

নদী ও কালের সমতা ।

(ইংরেজি হইতে অনুবাদিত) ।

নদী আর কাল-গতি একই প্রমাণ ;
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রমাণ ;
ধীরে ধীরে নীরব-গমনে গত হয়,
কিবা ধনে কি স্তবনে কণেক না রয়,
উভয়েই গত হ'লে, আর নাহি ফেরে,
হুস্তর সাগর শেষে আসে উভয়েরে ।

সর্ব অংশে এক রূপ যদিও উভয়
চিন্তারত চিন্তে এক ভেদ জ্ঞান হয় !
বিকলে না বহে নদী ; যথা নদী ভরা,
নানা-শস্য-নিরোরছে হাস্যময়ী ধরা ;
ক্রিষ্ট কাল সদাস্বা-ক্ষেত্রের শোভাকর,
উপেক্ষায়, রেখে যায় মরু ঘোরতর ।

নিদ্রা ।

রজনীর সহচরি নিদ্রে মায়াবিনি !
চেতনে মুহূর্তে ভূমি কর অচেতন !
জীব-সজ্জ-শব্দময়ী এই যে মেদিনী,
তোমার প্রভাবে মৌনী হয়েছে কেমন !

বীতরাগ বিহঙ্গম সঙ্গীত-আলাপে,
 মোহাবেশে পশিয়াছে কুলাঙ্গমাঝারে,
 অবহেলি নব ফুল মল্লিকা গোলাপে,
 মত্তমুগ্ধ শিলীমুখ বিমুগ্ধ কঙ্কারে ।

নবতৃণবিমণ্ডিত ভূমিখণ্ডে গাভী
 চরেনা, সন্মিত্হারা, নাই হাষারব,
 উন্নত ককুদ্, মেঘ গন্তীর-আরাবী
 শিথিল শরীরএহি বুধভ নীরব ।

স্পন্দহীন শিশুগণ সহজ-অস্থির,
 খেলা ভুলে নীরবেতে করেছে শয়ন ।
 প্রহৃতি চেতনানূন্য নিস্পন্দশরীর,
 শিশু প্রতি নাহি আর সতর্ক নয়ন ।

মুহুরিলোকন আর বহু আলাপনে,
 প্রণয়িষুগল, অবিতৃপ্ত পরস্পর,
 এখন একত্র থেকে না দেখে নয়নে,
 সম্ভাবণে কেহ কার না রাখে আদর ।

বিষয়ী, বিভব বার সদা অমুখ্যান,
 ধন-লোভে অতিশ্রমে কাতর না হয় ;

এখন সে শ্রমশীল, অলসপ্রধান,
দেখে না বিফলে তার বেতেছে সময় ।

রাখাল মুরলী-যন্ত্র করেনা বাদন,
করতালি-তালে গীত না গায় কুবক,
পল্লীবাল ভুলিয়াছে ধাবন-কুর্দন,
উচ্চহাস হাসেনাকো রসিক যুবক ।

বিধারিয়া মায়া, সদ্যঃ সংজ্ঞা-বিধাতিনী,
মুক জড় করি নিজা মুখর জঙ্গম,
এই যে প্রকৃতি, স্পষ্ট চৈতন্য-রূপিণী,
প্রত্যক্ষ প্রমাণে তার জন্মাইছে ভ্রম ।*

ধন্য নিদ্রে, তোমার কুহক বিমোহন !
শোক হুঃখ দূরীভূত তোমার পরশে !

* নিজা সদ্যঃসংজ্ঞাবিধাতিনী মায়া বিস্তার করিয়া মুখর জঙ্গমকে মুক জড় পর্যায়ে পরিণত করিয়া এই প্রকৃতি যে স্পষ্ট চৈতন্যরূপিণী এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণে ভ্রম জন্মাইতেছে। দার্শনিকেরা যে পুরুষসত্তা চৈতন্যময়ী প্রকৃতির উল্লেখ করেন এখানে সেই প্রকৃতিই গৃহীত হইয়াছে, কেননা ঐহিকের মতে পুরুষের অধ্যাস বা হইলে প্রকৃতির চৈতন্য থাকেনা। স্থলদর্শীরা মনুষ্য পণ্ড লক্ষী প্রভৃতি মুখর জঙ্গমজীবের শব্দনিঃসরণ ও অঙ্গসকলনাতি কাণ্ড প্রকৃতির চৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মনে করিয়া থাকে, কিন্তু নিজা জীব-মাত্রকেই বিচেষ্টন করিয়া, প্রকৃতিতে পুরুষের অনুপ্রবেশ যেন লোপ পাইয়া দিয়া, প্রকৃতি যে চৈতন্যরূপিণী তাহা বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ গ্রহণ করিয়া লয়।

স্বস্থিরহৃদয়ে নিশা করিছে বাপন
অজ্ঞান-অভিষিক্ত যে জন দিবসে ।

নয়ন-নন্দন-প্রিয়-পুত্র-শোকাতুরা
অভাগিনী জননী ভুলেছে শোকজালা !
• জীবন-সর্বস্ব-পতি-বিরোগ-বিধুরা
মরম-বেদনা তার ভুলিয়াছে বালা !

আশ্চর্য্য সে ইল্লজাল ! হে নিদ্রে, তোমার,
স্বপন সম্ভূত যাহে, অন্ধুতের শেখ,
এ হেন যোগ্যতা আর নাহি দেখি কার,
মিথ্যারে সাজাতে দিয়া সত্যের স্রবশ ।

দরিদ্র কুটীরে শুয়ে ভুঞ্জে রাজসুখ,
সুখা ধবলিত-গৃহে ভিখারী ভূপতি,
বন্ধ্যানারী আনন্দেতে দেখে পুত্রমুখ,
সন্তান হলো না বলে ক্ষুধা পুত্রবতী ।

ধন্য ইল্লজাল ! যাহে যোগীন্দ্রবাসনা
স্বর্গধামে যায় নর বিনা তপস্যায় !

প্রসন্ন-সলিলা মন্দাকিনী কলস্বনা,
ললিত-লহরী-ভঞ্জে বাহিত্ত বধায় !

কল্লতরু, নিরন্তরই পুষ্পিত, ফলিত,
কলদানে রাখে বধা বাচকের মান ;

ভুবার-ধবলা, সুরবালা-নিষেবিত
কামতুলা, তুঙ্গধারা করে যথা দান !

বৃন্দারক-বৃন্দ-মাঝে দেবেন্দ্র বাসব,
বামে শচী, তরুণি মাধুরী-সস্তার,
বৈজয়ন্তধামে শোভা সমৃদ্ধি যে সব,
নরনে বিশদ আস্থা বিভাগিষ্ঠ তার !

লক্ষ্মান আপিজল জটা পৃষ্ঠ' পরি,
মধ্যাকুল-তপন, মহাবিশ্ব তপোধন,
দেবর্ষি নারদ, করে বীণা-বদন ধরি,
হরিগুণ-গানে তার তোষেন শ্রবণ !

কঙ্কণীবা-প্রলম্বিত-মল্লারের-মালা,
ভালমান-মুসলত-ভূষণশিঞ্জন,
• নৃত্যপরা বিশ্বাধরা বিদ্যাধরী-বালা,
উল্লাসে উৎকল আঁধি' নিরখে সে জন !

অগ্নি নিদ্রে ! অসামান্য কুহক তোমার ;
কিন্তু তোমা চেয়ে শ্রেষ্ঠ আছে এক জন—
স্বল্পক্ষণ ভূমি দেহ কর অধিকার ;
তার স্পর্শে জীব চিরনিদ্রায় মগন !

সে নিদ্রায় শরনের নাই প্রয়োজন ;
দিবা নিশা ভেদ নাই সেই কুহকীর,

ভুমিত বিলম্ব সও ; তিলেক কারণ
বিলম্ব না সহে সেই বিনয়-বধির !

মিথ্যা ঘটনার সৃষ্ট স্বপন তোমার,
সে নিদ্রায় অভিভূত মানব যখন,
এই যে অবনী-মাঝে জনম তাহার,
ঐকৃত ঘটনা যত ভাবে সে স্বপন ।*

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ।

পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর স্থলে
লক্ষ্য বিদ্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে ।
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি,
ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম-মহামতি ;
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বাম আনু,
হলে ধরি নম্র করিলেন মহাধনু,
বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার,
আকর্ণ পুরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার,
মহা-শব্দে মোহিত হইল সর্বজন ;
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন ;—
“ শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ,
সবে জান আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ ;

* আবনথর জীবাঙ্কুর এহ ভূমণ্ডলে উর্দ্ধসংখ্যা শত বৎসর অবস্থিতি
কণিক স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারের ন্যায় প্রতীয়মান হয় ।

কন্যাতে আমার নাহি কিছু প্রয়োজন,
আমি লক্ষ্য বিদ্ধিলে লইবে ছৰ্য্যোধন ।”

এত বলি ভীষ্ম, বাণ বুড়েন ধনুকে,
হেন কালে শিখণ্ডীকে দেখেন সন্মুখে !
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর,
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধনুঃশর,
শিখণ্ডী ক্রপদপুঞ্জ নপুংসকজাতি,
তার মুখ দেখি ধনু খুলি মহামতি ।

তবে ত সভাতে ছিল যত কদ্রগণ ;
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পঞ্চালনন্দন ;
“ ব্রাহ্মণ কদ্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি,
যে বিদ্ধিবে, লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী ।”
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশর,
নিরেতে উকীষ শোভে, শুভ্র অভিশর ;
শুভ্র মলরঞ্জে লিপ্ত, শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ,
হস্তে ধনুর্কাণ শোভে পৃষ্ঠেতে নিবঙ্গ,
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন,
“ যদি আমি এই লক্ষ্য বিদ্ধি কদাচন,
আমাবোধ্য নহে এই ক্রপদকুমারী,
(সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী)
ছৰ্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি ।”
এত বলি ধরিত্রা তুলিলা বায়ুপাণি ।

তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে,
 অপূৰ্ণ রচিল লক্ষ্য রূপদ বৃণেতে !
 পঞ্চ ক্রোশ উর্দ্ধেতে শ্রবণমৎস্য আছে,
 তার অর্ধ পথে রাখাচক্র ফিরিতেছে,
 নিরবধি ফিরে চক্র অদ্বুত-নির্দ্বাপ !
 মধ্যে রক্ত আছে মাত্র ষায় এক বাণ ;
 উর্দ্ধে দৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে,
 জলেতে দেখিতে পাই চক্রচ্ছিন্ন পথে ;
 অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে, মৎস্য লক্ষ্য,
 উর্দ্ধে বাণ বিজিবেক, শুনিতে অশক্য !
 তবে দ্রোণাচার্য্য, বাণ আকর্ণ পুরিয়া
 চক্রচ্ছিন্ন পথে বিদ্ধে জলেতে চাহিয়া ।
 মহা-শব্দে উঠে বাণ গগনমণ্ডলে,
 স্রুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে ।
 লঙ্ঘিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক,
 সভাতে বসিল গিয়া হরে অধোমুখ !

বাপের দেখিয়া লজ্জা, কোথেকে তবে দ্রোণি
 ভুলিয়া লইল ধনু ধরি বামপাশি,
 ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জল পানে,
 আকর্ণ পুরিয়া চক্রচ্ছিন্ন পথে হানে,
 গর্জিয়া উঠিল বাণ উদ্ধার সমান,
 রাখাচক্রে ঠেকিয়া হইল খান খান ।

দ্রোণ দ্রোণি দৌহে যদি বিবুধ হইল,
বিবম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল ।

তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন
ধনুর নিকটে শীত করিল গমন,
বাম হস্তে ধরি ধনু, দিয়া পদভর
খসাইয়া গুণ পুনঃ দিল বীরবর ।
টঙ্কারিয়া ধনুক বুড়িল বীর বাণ ;
উর্দ্ধকরে অধোমুখে পুরিয়া সন্ধান,
ছাড়িলেন বাণ বায়ু সম বেগে ছুটে,
অলস্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে ।

সুদর্শনচক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল,
ভিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল,
লজ্জা পেয়ে কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া,
অধোমুখ হয়ে সভামধ্যে বসে গিয়া ।

ভয়ে ধনু পানে কেহ নাহি চাহে আর,
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে ঋপদকুমার !
“দ্বিজ হোক, ক্ষত্র হোক, বৈশ্য শূদ্র আদি,
চণ্ডাল প্রভৃতি, লক্ষ্য বিদ্বিবেক যদি,
লভিবে সে দ্রোণদীর্ঘে দৃঢ় মোর পণ ।”
এত বলি ঘন ডাকে পঞ্চালনন্দন ।

দ্বিজসভা মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির ;
চতুর্দিকে বোঁটি বসিয়াছে চারি বীর,

আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল,
 দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল ।
 নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃ পুনঃ ডাকে,
 “লক্ষ্য আসি বিজ্ঞ হ যাহার শক্তি থাকে,
 যে লক্ষ্য বিজ্ঞিবে কন্তা লভে সেই বীর ।
 শুনি ধনঞ্জয়, চিত্তে হইল অস্থির ।
 বিজ্ঞিবে বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে,
 যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষেপে ।
 অর্জুনের চিত্ত বুকি, চাহেন ইন্দ্রিতে,
 আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন দ্বরিতে ।
 অর্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিত্তে,
 দেখিয়া লাগিল দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিতে—
 “কোথাকারে যাহ দ্বিজ, কিসের কারণ
 সভা হতে উঠি যাহ কোন্ প্রয়োজন ?”
 অর্জুন বলেন, “যাই লক্ষ্য বিজ্ঞিবারে,
 প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে ।”
 শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল,
 কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল ।
 যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ,
 অরাসদ্ধ, শল্য, শাস্ত্র, কর্ণ, দুর্ঘ্যোধন,
 সে লক্ষ্য বিজ্ঞিতে দ্বিজ চাহে কোন লাজে ?
 ব্রাহ্মণেতে হাসাইল কত্রিয় সমাজে !

বলিবেক কল্পগণ, লোভী দ্বিজগণ,
 হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ !
 বহুদূর হৈতে আসিরাছে দ্বিজগণ,
 বহু আশা করিরাছে, পাবে বহু ধন,
 সে সব হইবে নষ্ট জোয়ার কর্ম্মতে,
 অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে ।
 এত বলি ধরাধরি করি বলাইল ।
 দেখি ধর্ম্মপুত্র, দ্বিজগণেরে कहিন :
 “ কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ ?
 বার বার পরাক্রম সে জানে আপন,
 যে লক্ষ্য বিদ্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ,
 শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্‌জন ?
 বিদ্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ,
 ত্রুবে নিবারণে আরা সবার কি কাজ ?
 সুখিষ্ঠিরবাক্য শুনি ছাঁড়ি দিল সবে
 ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে ।

হাসিরা কজ্জির বত করে উপহাস,
 অসম্ভব কার্য্যে দেখি দ্বিজের ঔয়াস ।
 সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ ;
 যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ ,
 সুরাসুরজরী যেই বিপুল ধনুক,
 তাহে লক্ষ্য বিদ্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক !

কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান,
 বাতুল হটল কিংবা করি অনুমান :
 কিংবা মনে করিয়াছে দেখি একবার,
 পারিলে পারিব, নহে কি যাবে আমার ?
 নিলজ্ঞ ব্রাহ্মণে নাহি অমনি ছাড়িব,
 উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব ।”
 কেহ বলে, “ ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন,
 সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এমন ।
 দেখে দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি,
 পদ্মপত্র-যুগ্মনেত্র পরশয়ে ঋতি,
 অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল-আভা,
 মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা !
 সিংহগ্রীব, বজ্রজীব অধরের তুল,
 খগরাজ পার লাজ নাসিকা অভুল,
 দেখে চাক্র যুগ্ম ভুরু, ললাট-প্রসর,
 কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর !
 ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজ্ঞাহুলস্থিত,
 করিকর-যুগবর জাহ্নু শ্রবণিত !
 মহাবীৰ্য্য, যেন সূর্য্য জলদে আবৃত !
 অগ্নি-অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত !
 বিজিবেক লক্ষ্য এই লর মোর মনে ।”
 ইথে কি সংশয় আর কাশীদাস ভণে ।

প্রণাম করেন পার্থ ধর্মের চরণে ;
 যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে,
 “লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাজলি,
 কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ।”
 শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বারী,
 “লক্ষ্য বিদ্ধি প্রাপ্ত হোক ঋপদনন্দিনী ।”
 যত্ন লয়ে পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়,
 “কি বিদ্ধিব, কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয় ।”
 ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, “এই দেখহ জলেতে,
 চক্রচ্ছিন্ন পথে মৎস্য পাইবে দেখিতে ।
 কনকের মৎস্য, তার মাণিক নয়ন,
 সেই মৎস্য-চক্র বিদ্ধিবেক যেই জন,
 সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর ।”
 এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর ।
 উর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ,
 অধোমুখ করি বাণ ছাড়িল অর্জুন ।
 মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার,
 অর্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্বীর ।
 বিদ্ধিল বিদ্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি,
 শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি ।

হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা,
 দ্বিজেরে বসিতে যায় ঋপদেব বালা ।

দেখিয়া বিশ্বয় মানি সব নৃপমণি,
 ডাকিয়া বলিল, “রহ রহ বাজসেনি,
 ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি,
 লক্ষ্য বিজিবারে কোথা ইহার শক্তি ?
 মিশ্র্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ,
 গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ ?
 ব্রাহ্মণ বলিয়া চিন্তে উপরোধ করি,
 ইহার উচিত এই ক্ষণে দিতে পারি ।
 পঞ্চকোশ উর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়,
 বিজিল কি না বিজিল কে জানে নিশ্চয় ?
 বিজিল বিজিল বলি লোকে জানাইল,
 কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিজিল ?”
 তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ,
 নির্ণয় করিতে করে জল নিরীক্ষণ ;
 কেহ বলে বিজিয়াছে কেহ বলে নয়,
 ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে নিশ্চয় ?
 শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে,
 সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে ।
 কাটি পাড় মৎস্য, যদি আছয়ে শক্তি,
 এইরূপে কহিল যতেক হৃষ্টমতি ।

শুনিয়া বিস্মিত হৈল পঞ্চালনন্দন,
 হাদিয়া অর্জুন বীর বলেন বচন ।

“অকারণে মিথ্যাঘন কর কেন হবে,
 মিথ্যা কথা कहিলে সে কতক্ষণ হবে ?
 কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে ?
 কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ।
 সর্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়,
 মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য, লোকে খ্যাত হয় ।
 অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন,
 লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্বজন ।
 একবার নয়, বলি সম্মুখে সবার,
 যতবার বলিবে বিদ্বিষ তত বার ।”

এত বলি অর্জুন নিলেন ধনুঃশর,
 আকর্ণ পুরিয়া বিক্লিলেন দৃঢ়তর ;
 সভাজন স্থিরনেত্রে দেখয়ে কোঁতুকে,
 কাটিয়া পড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে ;
 দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ,
 জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ ।

হাতে দধি পাত্র মালা দ্রৌপদী স্মরী
 পার্থের নিকটে গেলা কৃতাজলি করি ।
 দধি মালা দ্বিভে পার্থ করেন বারণ,
 দেখি অহুমান করে সব রাজগণ ;
 এক জন প্রতি আর জন দেখাইল,
 “হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল ।

সহজে দরিদ্র, জীর্ণবস্ত্র পরিধান;
 তৈল বিনা শির দেখে অটার আধান ;
 রত্ন ধন সহিতে ক্রপদ রাজা দিবে,
 এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে ।
 অন্ধভেজে লক্ষ্য বিক্লিলেক তপোবলে,
 কি করিবে কন্যা যার অন্ন নাহি মিলে ।
 ব্রাহ্মণের ধনের প্রয়াস আছে মনে,
 চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ এইক্ষণে ।”
 এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া,
 অর্জুনের স্থানে দূত দিল পাঠাইয়া ।

দূত বলে “অবধান কর দ্বিজবর,
 রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর ।
 তাঁহাদের বাক্য শুন, করি নিবেদন,
 তোমা সম কৰ্ম্ম নাহি করে কোন জন ।
 দুৰ্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়,
 মুখ্য পাত্র করি তোমা রাখিব সভায়,
 বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব,
 একশত দ্বিজকন্যা বিবাহ করাব, -
 আর সাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা,
 মোরে বশ কর দিয়া ক্রপদ হুহিতা ।
 শুনিয়া অর্জুন অলিলেন অগ্নিপ্রায়,
 হুই চক্ষু রক্তবর্ণ বলেন তাহায়—

“ওহে দ্বিজ, যেই মন্ত বসিলা বচন,
 অন্যজাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ ;
 সে কারণে মোর ঠাই পাইলা জীবন,
 এ কথা কহিয়া অন্য বাঁচে কোন্ জন ?
 আর তাহে দূত তুমি, কি দোষ তোমার ?
 মম দূত হইলে তুমি বাহ পুনর্বার ।
 দুর্ধ্যোধন আদি যত কহ রাজগণে,
 অভিলাষ তো সবার থাকে যদি মনে,
 আমি দিব তো সবারে পৃথিবী জিনিয়া,
 কুবেরের নানা রত্ন দিব রে আনিয়া,
 তোমা সবাকার ভার্যা মোরে দেহ আনি,
 এই কথা সভাস্থলে কহিবা আপনি ।”

শুনিয়া সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর,
 কহিল বৃন্তাস্ত সৰ্ব রাজার গোচর ;
 জনস্ত অনলে যেন দ্বুত দিলে জলে,
 এত শুনি রাজগণ ক্রোধে তারে বলে—
 “দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হৈল ব্রাহ্মণার,
 হেন বুঝি লক্ষ্য বিজ্ঞি করে অহঙ্কার ।
 রাজগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত ?
 দিবারে উচিত হয় শাস্তি সমুচিত ।
 রাজগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন
 প্রাণআশা থাকিতে কহিবে কোন্ জন ?

দ্বিজ জাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ,
 হেন জনে মারিলে নাহিক কোন পাপ !
 এ হেন দুৰ্ব্বাক্য বলে কার প্রাণে সহে ?
 বিশেষ এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে ।

ক্ষত্র-স্বয়ম্বর, ইথে দ্বিজের কি কাজ ?
 দ্বিজ হয়ে কণ্ঠা লবে, ক্ষত্রকূলে লাজ !

এমন कहিয়া যদি রহিবে জীবন,
 এই মতে দুষ্ট তবে হবে দ্বিজগণ ।
 সে কারণে ইহায়ে যে ক্ষমা করা নয় ;
 অন্য স্বয়ম্বরে যেন এমন না হয় ।

দেখহ দুর্দৈব হের ক্ষপদ রাজার,
 আমা লবা নাহি মানে করে অহঙ্কার ।

• মহারাজগণে ত্যজি বরিল ব্রাহ্মণে ;
 এমন কুৎসিতকৰ্ম্ম সহে কার প্রাণে ?
 অমর কিন্নর নরে যে কণ্ঠা বাহিত,
 দরিত্র ব্রাহ্মণে দিবে একি অহুচিত !
 মারহ ক্ষপদে আজি পুত্রের সহিত,
 মার এই ব্রাহ্মণেরে, এই সে উচিত ।”

যার যেবা অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ—
 জরাসন্ধ, শল্য, শাশ্ব, আদি দুৰ্য্যোধন.
 আর আর যত ছিল নৃপতিমণ্ডল
 নানা অস্ত্র ফেলে, যেন বরিষার জল !

খটোজ ত্রিশূল আঠি ভূষতি তোমর,
শেল শূল চক্র গদা মূল্যবান মুদগর,
প্রলয়ের মেঘ ঘন সংহারিতে সৃষ্টি,
তাদৃশ নৃপতিগণে করে অস্ত্র বৃষ্টি !

দেখিয়া ত্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয়,
অৰ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয় ।

“না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়,
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায় ;
ইথে কি করিবে মম পিতার শক্তি ;
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিকৃতি ।”

অৰ্জুন বলেন, “তুমি রহ মম কাছে,
দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে ।”

কৃষ্ণ বলিলেন, “দ্বিজ, অপূৰ্ণ কাহিনী,
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি ।”

অৰ্জুন বলেন হাসি, ‘দেখ গুণবতি.

একা আমি বিনাশিব সব নরপতি ।

একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি.

একা সিংহে নাহি পারে অজার সংহতি ;

একেশ্বর গুরুড় সকল পক্ষী নাশে ;

একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে ;

একা হনুমান ঘন দহিলেক লঙ্কা ;

সেই মত নৃপগণে নাশিব, কি শঙ্কা ?”

নক্ষত্র ।

অন্তরীক্ষবাসী ওহে নক্ষত্রমণ্ডল,
কে তোমরা নিশাভাগে দেও দরশন ?
মনোমুগ্ধকর নিক্ত বরণ উজ্জ্বল
কুবের-ভাণ্ডারে যথা অসংখ্য রতন !

শ্যামাঙ্গিনী রজনীর কবরী-ভূষণ
কনকের কুলরাশি—তাই কি তোমরা ?
অথবা দীপের মালা সুরবালাগণ
জ্বলেছে উৎসব-বশে প্রফুল্ল-অন্তরা ?

আছে কি প্রকাণ্ড হেন শিখী ব্যোমচর,
মেঘ সখা সনে সদা ক্রীড়া-অভিলাষী,
সাম্র নৈশতমে ভাবি শ্যাম জলধর,
দেখায় উন্মুক্ত-পুচ্ছে চন্দ্রকের রাশি ?

ওনেছি ত্রিদিবে আছে নন্দন-কানন,
মন্দার-কুসুম-দাম-শোভিত সে স্থান ;
তোমরা কি পারিজাত লোচন-লোভন,
ধেবেল্ল-কামিনী-কণ্ঠে বার বহমান ?

কিংবা, যথা মানসসরস ভূমণ্ডলে,
প্রসর সেরূপ সরঃ উর্দ্ধে শোভা পায় !

কম কুমুদের দাম তোমরা সকলে,
প্রদোষেতে প্রমোদিত, মুদিত উষ্ম ?

কিংবা ধার্মিকের আত্মা তোমরা সকলে ?
মুক্তির ফলে স্বর্গে করেছ গমন,
নিশিতে উদয় হয়ে নীল নভস্তলে,
ধর্মের মাহাত্ম্য নরে করিছ জ্ঞাপন ?

কে তোমরা নিশাভাগে দেও দরশন
বুধগণ স্থানে আমি না লই সন্ধান,
পর-পদাক্তি-মার্গে করিতে গমন
কল্পনাকৌতুকী কবি ভাবে অপমান ।

তুনি বটে হও গ্রহ, গ্রহদলপতি,*
বহু যোজনের পথে কর অবস্থান,

* গ্রহগণ বেনক্ষত্ররূপে আমাদের নেত্রপথে পতিত হয় শুক্রতার। দেখিয়াই এ কথা অনাগ্রাসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। পৃথিবী মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনৈশ্চরাদি গ্রহগণ স্বর্ধাকে কেন্দ্র করিয়া স্ব স্ব কক্ষ পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে, এই গ্রহসমষ্টিকে সৌরজগৎ বলে; জ্যোতির্বিদেরা বলিয়া থাকেন পৃথিবীগ্রন্থ গ্রহগণাদি লইয়া যে রূপ একটী সৌরজগৎ হইয়াছে, সেই রূপ অন্যান্য গ্রহসমষ্টি লইয়া এই বিশ্বমণ্ডলে বিস্তৃত সৌর জগৎ আছে এবং অনেক নক্ষত্র সেই সেই সৌরজগতের স্বর্ধ্যাক্ষরূপ, দূরত্ব নিবন্ধন আমাদের চক্ষে অতি ক্ষুদ্রাকারে লক্ষিত হইয়া থাকে।

রাশিচক্র-কেন্দ্রস্থানে করিয়া বসতি
মানুষের ভাগ্যকল করহ বিধান।

ঋষি হও, ঋক্ষ হও * হও দাক্ষায়ণী,†
তারারূপে রূপবতী দারা চন্দ্রমার,
মা চাই জ্যোতিষ-তত্ত্ব, কথা পুরাতনী,
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে এত কি কাজ আমার ?

দৃষ্টির সহায় যত্রে নাহি প্রয়োজন,
চর্চ-চক্ষে করিয়াছি আমি আবিষ্কার,
জানিয়াছি কে তোমরা উজ্জল গগন,
নিশিতে নীরবে কি বা করিছ প্রচার।

* ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্বিদগণ সপ্তর্ষি মণ্ডলকে ঋক্ষমণ্ডল (*The Great Bear*) বলিয়া থাকেন। সংস্কৃতে নক্ষত্রের সাধারণ নামও ঋক্ষ। নক্ষত্র মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণে সর্বপ্রায়ে ঋক্ষ বা সপ্তর্ষিমণ্ডলই দর্শকের লক্ষ্য হইয়া থাকে। এমনন্তু আকাশে এই মণ্ডলকে চিহ্নস্বরূপ করিয়া অন্যান্য নক্ষত্রমণ্ডলের স্থান নিরূপিত হয়। আর্ধ্যগণও সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋক্ষাকার কল্পনা করিয়া সমস্ত নক্ষত্রের ঋক্ষ নামকরণ করিয়াছিলেন কি না, প্রত্নতত্ত্ববিদগণের একথা অনুমকের বটে।

† দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাশটা তারা যকের কন্যা এবং চন্দ্রের পত্নী পৌরাণিকেরা এই কথা বলিয়া থাকেন। চন্দ্রকে কি জন্য তারাপতি বলে, জ্যোতির্বিদেরা তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানেন।

বিশাল বিমান-এছে ঐখিত সুন্দর,
 উজ্জল অক্ষর-মালা নক্ষত্র-মণ্ডল,
 পড়িলেই এই জ্ঞান লভিবেক নর,
 বিশ্বপতি বিধাতার অনন্ত কোশল !

বীর হাল্য প্রকাশক কুসুমের দল,
 সৌম্যভাব ব্যক্ত বীর পূর্ণ শশধরে,
 বীর জ্যোতিঃ-প্রতিবিন্ধ মিহিরমণ্ডল,
 তাঁহারি মহিমা লেখা নক্ষত্র-অক্ষরে ।

যমের অত্যাচার !

ওরে হুঁরাচার যম, নির্মম নির্দয় !
 কেবল সংহার-কার্য তোর ব্যবসায় !
 দিন নাই, ক্ষণ নাই, যারে ইচ্ছা হয়,
 অমনি উদরনাৎ করিস্ তাহার ।
 ভীকু দস্তে, শুদ্ধ অস্থি-চৰ্কণ বাসনা,
 ক্রধিরের তরে, লোল ভূষিত রসনা ।

চিরদিন বিহরিতে ইহ মর্ত্যলোকে
 চাহিনা আশ্রয় ; যবে প্রাচীন দশায়
 দেহ-বাস জ্বায়ে প্রাণ, কে দোষে রে ফোকে ?
 অমরার্জীৱ হুঁরিরের তুই রে নহায় !

ইজির আরক্ত নয়, শরীর বিকল,
অশীতিপরের বটে মরণ মঙ্গল ।

কিন্তু ওরে জুরমতি, তোর অত্যাচারে,
বার্জকো কখন বল উপনীত হয় ?
হসিতমূরতি শিশু, বলিষ্ঠ যুবারে
হঠাৎ হরিনু কেন না হ'তে সময় ?
ভুট্ট বই, ক্লিষ্ট নয় শরীর-ধারণে,
কি ব'লে কবলে তুই দিস্ হেন অনে ?

চেয়ে দেখ্ রে জুরমতি ! আহা কত জন,
মর্শভেদি কর্ণে তোর অশ্রুখী নিরত !
উপযুক্ত পুত্র গেছে আঁধারি ভুবন,
জনক জননী বৃদ্ধ ধরাশয়্যাগত ।
যার মুখ চেয়ে তারা ধরিত জীবন.
কেন রে করাল কাল হরিলি সে ধন ?

গুণোত্তমা; রমার প্রতিমা স্মৃশোভনা,
ছুঃখের সময়, স্মৃথে গত যার সহ,
কে হরিল আহা সেই ললিতা ললনা,
নাথের জদয়ে দিয়ে ব্যথা হৃর্কিবহ ?
হরেছিস্ গৃহলক্ষ্মী তুই রে শমন,
গৃহস্থলী হইয়াছে অরণ্য বিজন !

পতিহীনা কোন্‌ বাল্য অতি ত্রিয়মাণ,
 নিয়ত বরিষে বারি আয়ত নয়নে ;
 অন্তমিত রবি, স্নেহ-দিবা অবসান,
 নলিনী প্রফুল্ল বল রহিবে কেমনে ?
 ভুহিনের ধারা নিত্য নয়ন-আসারে—
 সম্পাতে শরীর তার তন্তুমাত্র সার !

নবীন-পল্লব নবমঞ্জরী-ভূষণা
 কুশাদী লতিকা আহা ! স্নেহচক্রে
 বেঁধেছিল তরুণের অনন্যশরণা,
 ভেবেছিল স্নেহে রবে সংসার-কাননে ;
 কৃতান্ত-কুঠারে কিন্তু ছিন্ন তরুণর,
 নিরাশ্রয়া লতা-বধু ধূলায় ধূসর !

জীবকুল-নিঃস্রব্ধ রে পামর যম !
 মাতৃ-অঙ্ক-অলঙ্কার, হৃদয়-রতন,—
 শিশু প্রেতি কোন্‌ রথী প্রকাশে বিক্রম ?
 কোন বীর বালকেরে করে নিপীড়ন ?
 ওরে ত্রুর, শূরোচিত এই কি বিধান
 বধিতে কোমলকায় বালকের প্রাণ ?

লোচন আনন্দকর, স্নেহর আনন্দ,
 অধর প্রবাল, দন্ত মুকুটাসজিত,

নিম্নি ইন্দীবর, নীল উজ্জল নয়ন,
 অর্ধফুট কথা গুলি অমিয়-অড়িত,—
 —নবোদিত শশিকলা, একি রে অন্যায় !
 অকালে করাল রাহু, আসিস্ তাহার ?

স্মরি অভাগিনি অশ্রু-নয়না জননি !
 কি ফল বিলাপে তব কি ফল রোদনে,
 যে চোরে হরেছে তব হৃদয়ের মণি,
 কে তারে রাখিবে বল জগতে শাসনে ?
 রাজা, সেই দস্যুভয়ে সদা সশঙ্কিত,
 ঘাতক, সে নাম শুনে আতঙ্কে কম্পিত !

রে নির্ধম ! তোর সম পাবও হুর্জন
 আর নাই, এ সংসার স্রুথের আলয়,
 তোর দাপে সুখী কিন্তু নহে কার মন,
 শোক-কীট-জর্জরিত সবার হৃদয় !

কে আছে রে এজগতে হেন সুখিজন
 যমে যারে করে নাই কভু জালাতন !

ঈশ্বরপরায়ণ মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যু-

প্রতি উক্তি ।

ওহে মৃত্যু ! তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ?
 ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয় ।

বাহাদের নীচাশক্ত অবিবেকি মন
 অনিত্য সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অহুক্ষণ ;
 যার। এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে
 চিরবাসস্থান বলে ভাবে মনে মনে ;
 পাপরূপ-পিশাচ যাদের হৃদাসন
 করি আশ্র-অধিকার আছে অহুক্ষণ ;
 পরকালে বাহাদের বিশ্বাস না হয় ;
 পরমেশ-প্রেমে মন মুগ্ধ যার নয় ;—
 হেরিলে নয়নে এই ক্রকুটী তোমার,
 তাহাদেরি হয় মনে ভয়ের সঞ্চার ।
 সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার,
 ক্রভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার ?
 প্রস্তুত সর্বদা আছি তোমার কারণ,
 এস স্নেহে করিব তোমায় আলিঙ্গন ।
 যে অগ্নিকুন্ডলের মধুপান তরে,
 লোলুপ নিরন্তর মম মন-মধুকরে,
 যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
 হে মৃত্যু ! তাহার তুমি শরণি নিশ্চিত ।
 কোন রূপে অতিক্রম করিলে তোমার,
 সকল হইবে আশা, বাইব তথায় ।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ।

রসাল ও স্বর্ণলতিকা ।

রসাল কহিল উচ্চৈ স্বর্ণ লতিকারে,
 “তুন মোর কথা, ধনি, * নিন্দ বিধাতারে !
 নিদাক্ষণ তিনি অতি,
 নাহি দয়া তব প্রতি,
 তেঁই ক্ষুদ্রকায়া করি সৃজিলা তোমায়ে ।
 মলয় বহিলে ছায়,
 নতশিরা তুমি তায়,
 মধুকর-ভরে তুমি পড়লো হেলিয়া !
 বন-বৃক্ষকুল-স্বামী,
 হিমাদ্রি-সদৃশ আমি,
 মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া !
 কালাগ্নির মত তপ্ত তপন-তাপন,
 আমি কিলো ডরাই কখন ?
 দূরে রাখি গাভীদলে,
 রাখাল আমার তলে
 বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
 শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র-পালন !
 আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথগামী জন ।

* পদ্যে স্ত্রীলোকের সম্বোধনে “ ধনি ” শব্দটী বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে । য ।

কেহ অন্ন রাঁধি খায়

কেহ পড়ি নিদ্রা যায়,

এ রাজ-চরণে ।

শীতলিয়া মোর ডরে

সদা আসি সেবা করে

মোর অতিথির হেথা আপনি পবন ।

নধুমাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে ।

তুমি কি তা জাননা ললনে ?

দেখ মোর ডাল রাশি,

কত পাখী বাঁধে আসি

বাসা এ আগারে ।

ধন্য মোর জনম সংসারে !

কিন্তু তব দুঃখ দেখি নিত্য আমি দুখী ;

নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ বিধুমুখি ।

নীরবিলা তরুরাজ, উড়িল গগনে

যমদূতাকৃতি মেঘ ; গস্তীর স্বননে,

আইলেন প্রভঞ্জন

সিংহনাদ করি ঘন,

যথা ভীম ভীমসেন কোঁরব-সমরে !

মহাঘাতে মড় মড়ি

বসাল ভূতলে পড়ি

হার, বায়ুবলে
 হারাইলা আয়ুলহ দর্প বনস্থলে !
 উচ্চশির যদি তুমি কুল-মান-ধনে ;
 করিওনা স্বণা তবু নীচশির জনে !
 এই উপদেশ কবি দিলা এ কোশলে ।'

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

রাজপুত সাধুর বিবরণ ।

যশস্বীর অন্তঃপাতী দেশে ছিল ভীষ্মজাতি
 অধিপ অনঙ্গদেব তার ;
 পৃগল দেশের নাম, তাঁর পুত্র জগদ্বার
 সাধুনামা বিক্রম-আধার ।
 মহা পরাক্রান্ত বীর, কভু নহে নতশির
 প্রতাপেতে প্রথর তপন,
 সঙ্গে সব সহচর, শূরবীর-পরিকর
 প্রভুর সেবায় প্রাপণ ।
 হৃষ্টধর্ম্মে হর্ব অতি, হৃষ্ট-হৃষ্ট সদাগতি,
 সদাগতি পরাভূত তায় ।
 দড় বড় দড় বড়, অশ্চালনায় দড়
 ছোট বড় জানা নাহি যায় ।

তটে পুষ্প-উপবন, শোভা পায় স্মশোভন,
 বৃক্ষ-বল্লী ছায়া করে দান ;
 শ্রান্ত-পাখি-চিহ্ন-হর, নয়নের তৃপ্তিকর,
 ভাল বটে ভান্নর এ ভাণ !
 সাধু এই বিনশনে, সহচরগণ সনে,
 অনায়াসে করিত ভ্রমণ ;
 মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি,
 করেছিল গহন শাসন ।
 পাঁচ হাতিয়ার ধরা, আপাদমস্তক পরা
 অয়স্-রচিত পরিচ্ছদ ।
 স্মশোভন সন্নহন, শব্দ হয় বন্ বন্,
 বক্ বক্ বলক বিশদ ।
 লীতল কঠোর ধর্ম, অসিচর্ম আর বর্ম,
 সাজ শয্যা তাহাই সকল ;
 চালেতে রাখিয়ে শির, নিদ্রা যেত বত বীর,
 কিছু মাত্র না হয়ে বিকল ।
 সেই চালে পিত জল, সেই চালে খেত কল
 সেই চাল, ভোজন-ভোজন ।
 কটিতটে চন্দ্রহাস, * চন্দ্রহাস পরকাশ,
 তাহে সিদ্ধ নানা প্রয়োজন !

দিবা নিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এক কাজ,
 অঙ্গ শব্দ তিলেক না হাড়ে ।
 বীর-রসে বিচক্ষণ তাই মাত্র আলাপম,
 উগ্রতা অনল হাড়ে হাড়ে !
 কারু প্রতি কমা নাই, হউক আপন ভাই,
 সমুচিত শিক্ষা দিবে তারে ;
 অন্তর না সহ্য হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সর,
 সত্যের পরীক্ষা তরবারে ।
 হার কোথা সেই দিন, ভেবে হয় তবু কীণ,
 এ যে কাল পড়েছে বিবশ ;
 সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
 মিথ্যার প্রভু পরাক্রম ;
 সব পুরুষার্থশূন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
 ভেদ জ্ঞান হইয়াছে গত,
 কীর-কার্যে রত যেই, গোয়ার হইবে সেই
 ধীর বিনি ভীকৃতার রত ।
 নাহি সরলতা-লেশ, ঘেঘেতে ভরিল দেশ,
 কিবা এর শেষ নাহি জানি !
 কীণ দেহ, কীণ মন, কীণ প্রাণ, কীণ পণ,
 কীণ ধনে ঘোর অভিমানী ।
 হার, কবে তুংখ যাবে, এ দশা বিলম্ব পাবে,
 কুটিলেক সুদিন প্রহর

কবে পুন বীররসে,

জগৎ ভরিবে যশে,

ভারত-ভাষ্য হবে পুন ?

দৃষ্টান্ত-চতুর্থয় ।

হে বিলাসি ! ভোগ-সুখ-অভিলাষী নর ;

ভুলেছ কি দেহ তব নিতান্ত নধর ?

পরিণাম-ভস্ম-অঙ্গে কেন বিলেপন ?

কেন বেশভূষা তার সৌষ্ঠব-সাধন ?

কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়,

শোভাধার পূর্ণশশী রাহুগ্রস্ত হয় ।

ভঙ্গুর শরীরে ভোগ-বাসনা বিফল,

যযাতি প্রকৃষ্ট দেখ দৃষ্টান্তের স্থল ! *

পুত্রে জরাজীর্ণ বটে দিল ধরাপতি,

কেমনে শমনহাতে পেলে অব্যাহতি ?

ভোগ বিলাসের সাধ করা অকারণ,

একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ !

*এরূপ কথিত আছে যে যযাতি, শুক্রাচার্য্যকর্তৃক জরাজীর্ণ হইতে অভিশপ্ত হইলে, পুত্রের উপর জরাজীর্ণ অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট জীবনকাল স্তোত্রস্বরে যাপন করিয়াছিলেন । মহাভারত আদিপর্ব্ব অথবা শর্ষিষ্ঠা নাটক পাঠ করিলে যযাতির শাপ বৃত্তান্ত জানা যাইবে ।

হে ধনি ! বিপুল বিত্তে অবিভূষ্ট মন,
 ধন হেতু দয়া ধর্ম দেছ বিসর্জন ।
 অন্য চিন্তা নাহি মনে কেবল সঞ্চয় ;
 কোথা রবে ধন তব নিধনসময় ?
 হিন্দু গর্ব-খর্বকারী ছরস্ত যবন, *
 ভারতের সর্বস্ব করিল বিলুপ্তন ;
 নিগ্রহিয়া বিগ্রহেহে নিধি নিল হরে,
 হইল অলকা ত্রাস্তি গজনি নগরে ;
 কি ভাব অন্তরে তার, জনমের মত
 যখন হেরিল শেষ রত্নরাজি যত ?
 অনর্থ অর্থের লাগি ব্যস্ত কি কারণ
 একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ ?

উচ্চপদ অভিমানি ! সবে তুচ্ছ জ্ঞান,
 অন্যসহ বাক্যালাপে ভাব অপমান !
 শীলতা ভব্যতা আর ঔদার্য বিনয়—
 সমাজের বন্ধন এ সব স্নানিষ্ঠর ।
 আত্মগরিমার মত্ত তব ক্ষুদ্র মন,
 কেমনে জানিবে তুমি ভদ্র আচরণ ?
 কর যে ক দিন পার বুধা অহঙ্কার,
 চরমে সমান মান তোমার আমার ।

কৌরবের * কলেবর যাতে পরিণত,
 দরিত্রের দেহ লয় নয় অন্তমত ।
 শূন্যগর্ভ গর্বে, কিবা আছে প্রয়োজন ?
 একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ ?

হে ভীক ! রাখিতে নার স্বাধীনতা-ধন
 প্রাণভয়ে কম্পিতাঙ্গ ভঙ্গ দেহ রণ ।
 পদ্যবনে করী যথা, অরি দেশ দলে,
 নিকৃষ্টম নরাধম কাপুরুষদলে,
 কিবা রণে কি ভবনে নাহি অব্যাহতি
 কালের অধীন তুমি ললাট-নিয়তি !
 অগণ্য দ্বিষৎসহ তিন শত গ্রীক,†
 কেন নাহি বিমুখিল, বুকিল নির্ভীক ?

* কুরুরাজ দুৰ্য্যোধন সাতিশর অহঙ্কৃত ও অভিমানী ছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে ।

† পারশ্বপতি জরক্সিস যখন গ্রীস জয় করিতে যাত্রা করেন, তখন গ্রীসের অশ্রুতম রাজা লিওনিদস ঋত্বাপলি নামক সুপ্রসিদ্ধ গিরিপথ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হন । পারশ্বরাজ কোন উপায়ে আর একটি পথের সন্ধান পান এবং রজনীযোগে সেই পথ দিয়া পর্বত পার হইতে প্রবৃত্ত হন । উদ্যার আলোকে লিওনিদস এই ব্যাপার দেখিতে পাইলেন এবং তিন শত যাত্র সৈন্য লইয়া পারশ্ব-অক্ষৌহিনীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন । অবধারিত যুদ্ধ জানিয়াও পলায়ন করিলেন না । লিওনিদস

যশ রাজপুতগণ ! সমরে অটল,*
 বীরধর্ম্মা, ধর্ম্মাপলি কত যুদ্ধস্থল !
 পুরুষে পৌরুষহীন, একথা কেমন,
 এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ ?

কেদারবাহিনী নদী ।

(এই কবিতাটির মর্ম্ম ইংরেজী হইতে গৃহীত)

কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
 রজতের ধারা যেন শুভ্র নিরমল,
 মৃদুকলরবে কিবা করিতেছে গতি !
 প্রবল প্রবাহে নাই গমন চঞ্চল ।

ও ভাঁহার তিন শত সেনা এত বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল যে
 পাঁচশতরাজকে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। যতক্ষণ শাস, ততক্ষণ
 অবধি ভাঁহার শত্রুবিনাশের প্রয়াস পাইয়াছিল। গ্রীসের পুরাবৃত্ত পাঠ
 করিলে ইহার সর্বিস্তর বিবরণ জানা যাইবে।

* টেড সাহেব প্রণীত রাজস্থানের বিবরণ পাঠ করিলে প্রতীত হইবে
 যে গ্রীকগণ ধর্ম্মাপলির যুদ্ধে যেরূপ বীরধর্ম্ম পালন করিয়া প্রাণত্যাগ
 করিয়াছিল, বিধর্ম্মা যরনদিগের সহিত অনেক যুদ্ধে রাজপুতগণ সেই
 প্রকার বীরত্ব প্রকাশ করিয়া রণশায়ী হইয়াছিল।

দেখিলেই বোধ হয় হিতব্রতে ব্রতী
কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতী ।

কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতী,
সাজিয়েছে ভূমিখণ্ড হরিতবরণে ;

ওষধি উন্নত-শীর্ষ, সহর্ষ-ব্রততী
ভূষিতা হয়েছে নানা ফুল আভরণে ।

দিয়েছে তরুর ফলে মিষ্ট রস অতি
কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতী ।

কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতী
উদ্ভিদের অনুকূলা না হয় কেবল,
তটেতে কুটীরবাসী কৃষকের প্রতি
• অসন্ন নতত তার সলিল বিমল ।

নিত্য সমাদরে সেবে কৃষক-দম্পতি
কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতী ।

কেদার বাহিনী অই ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতী
হিত-ব্রতে উপদেশ দিয়াছে আমারে ;

স্বল্পবটে বুদ্ধি আর সামর্থ্য সঙ্গতি
তবু রত হব আমি পর-উপকারে ।

বহিবে জীবন-শ্রোত, যথা দয়াবতী
কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতী । ৫

দশরথের প্রতি কেকয়ী ।

একি কথা শুনি আজি মহরার মুখে
 রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
 সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে !
 কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
 আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
 ফুলরাশি রাজপথে, কেহ বা গাঁথিছে
 মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের মালা
 সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
 কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতিগৃহচূড়ে ?
 কেন পদাতিক, হর, গজ, রথ, রথী,
 বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
 রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারীত্রয়
 মুহমূর্ছ ছলাছলী দিতেছে চৌদিকে ?
 কেন বা নাচিছে নট, গায়িছে গায়কী ?
 কেন এত বীণাধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি,
 কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
 আজি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
 কাহার কুশল হেতু কৌশল্যা মহিষী
 বিতরেন ধনুজাল ? কেন দেবালয়ে
 বাজিছে কাঁকরি, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘণ্টারোলে ?

কেন রঘুপুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
 নিরন্তর জনশ্রোত কেন বা বহিছে
 এ নগর-অভিমুখে ? রঘুকুলবধু
 বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
 কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা প্রভু
 যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
 কোন্ স্নিপু হত রণে, রঘুকুলরথি ?
 জন্মিল কি পুত্র আয় ? কাহার বিবাহ
 দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
 ছুহিতা ? কোতুক বড় বাড়িতেছে মনে !
 কহ শুনি হে রাজনু, এ বয়সে পুনঃ
 পাইলা কি ভাগ্যবলে—ভাগ্যবানু তুমি
 'চিরকাল ! পাইলা কি পুনঃ এবয়সে—
 রূপবতী নারীধনে, কহ রাজ-ঋষি ?
 হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি !
 নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
 কহিত—“অন্যত্যাগী রঘুকুলপতি,
 নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে ।
 ধর্ম শব্দ মুখে—গতি অধর্মের পথে ।”

অর্থার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
 কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি
 নররাজ ; কিংবা দিয়া চুণকালী গালে

খেদাও গহনবনে । যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক ? লোকমাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে ।

ধর্মশীল বলি, দেব, বাথানে তোমারে
দেবনর—জিতেন্দ্রিয় নিত্যসত্যপ্রিয় ।

ভবে কেন কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
সু্যরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন, রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারতরত্ন রঘুচূড়ামণি ?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব কথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ অপরাধী ?
তিন রাণী তব রাজা ! এ তিনের মাঝে
কি ক্রটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে !
কি কুহকে কহ শুনি, কৌশল্যা-মহিষী,
ভুলাইলা মন তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম নষ্ট কর,
অতীষ্ট পূর্ণিতে তার রঘুশ্রেষ্ঠ ভূমি ?
কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে ?

বাহা ইচ্ছা কর, দেব ; কার সাধ্য রোধে
 তোমায় ? নরেন্দ্র তুমি ! কে পারে ফিরাতে
 প্রবাহে ? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?
 চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপপুরী
 ভিখারিনীবেশে দাসী ! দেশদেশান্তরে
 ফিরিব, যেখানে যাব, কহিব সেখানে,
 “পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি !”
 গভীরে অসরে যথা নাদে কাদস্বিনী,
 এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্বজনে !
 পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাদালে, তাপসে,—
 যেখানে বাহারে পাব, কব তার কাছে—
 “পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি !”
 শ্রুতি শারীশুক দৌহে শিখাব যতনে
 এ মোর দুঃখের কথা দিবস রজনী ;—
 শিখিলে ও কথা তবে দিব দৌহে ছাড়ি
 অরণ্যে, গাইব তারা বসি বৃক্ষশাথে
 “পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি !”
 শিখি পক্ষিমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
 “পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি !”
 লিখিব গাছের ছালে নিবিড় কাননে,
 “পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি !”
 খোলিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গদেহে ।

রচি গাথা, শিখাইব পল্লীবালদলে ;
করতালি দিয়া তারা গায়বে নাচিয়া—

“পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি ।”

ধাকে যদি ধর্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্মের প্রতিফল ! দিয়া আশা মোরে
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে
তব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল নৃমণি ।

বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি ! বামদেশে কোশল্যা মহিষী,
শুবরাজ পুত্র রাম ! জনকনন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধু—এ সবারে লয়ে,
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি ।
পিছুমাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি ।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব থাইতে
তব অন্ন, প্রবেশিতে তব পাপপুরে ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।



পুষ্প ।

সৃষ্টির সুন্দর শ্রেষ্ঠ পুষ্প মনোহর !
 সুষমাতে কেহ নয় তোমার সমান ;
 কিসে উপনার পাত্র নক্ষত্রনিকর ?
 দূরতাই তাহাদের চারুতা-নিদান ।
 কোথা পাবে কোমলতা সুরস সুবাস,
 গোপনে খনিতে মগি তাই করে বাস ।

আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ-চিত্ত-প্রসাদন,
 কে না ভাল বাসে পুষ্প তোমারে ভুবনে ?
 স্নকুমার শিশু, তুল্য-প্রকুল-আনন,
 তোমারে পাইলে, সেও স্মৃণী হয় মনে ;
 পুলকে পলকহীন নয়ন চঞ্চল,
 সাদরে বরণভাতি নিরখে কেবল ।

বনিতারো বহুমানো তুমি সংবর্দ্ধিত,
 চিকণিয়া চন্দ্রমুখী মালা গাঁথি পরে,
 কুটিল কবরী তার কুস্মুমে অড়িত,
 ফণিনীর শিরোমণি সপ্রমাণ করে !
 রূপসীর উরসি শিরসি তব স্থান,
 কি আর অধিক, পুষ্প, এর চেয়ে মান ?

প্রাচীন, দেবতা প্রতি অতি ভক্তিমান,
 বিষয়ে আসক্তি নাই, বাহ্য মুক্তি-পদ,
 তোমার সম্মান, তারো সমীপে সমান,
 লচন্দন পুষ্পদলে পূজে দেবপদ ।
 এই জ্ঞান, আত্মচিন্তা প্রীত যাতে হয়,
 ইষ্টদেব তুষ্ট তাতে হইবে নিশ্চয় ।

বালকৈর খেলনক, বনিতা-ভূষণ,
 বৃদ্ধহস্তে নিয়োজিত দেবতাপূজার,
 যে তোমাতে যে ভাবেতে করুক যতন,
 আমি কিন্তু অন্তভাবে নিরখি তোমার ;
 রূপ রস সুবাসের রুচির আবাস,
 অষ্টা যে নিপুণ শিল্পী তোমাতে প্রকাশ ।

নির্মাণকৌশল শুদ্ধ নহে বিদ্যমান,
 যানুষ্ণের প্রতি ঈশ প্রসন্ন কেমন,
 তোমাতে তাহারো পাই প্রচুর প্রমাণ
 প্রয়োজন অন্ত নহে তোমার স্বজন !
 চিন্তা-বিনোদন মাত্র করিয়া উদ্দেশ,
 সৃজিলেন রূপাণ্ডে পুষ্প পরমেশ ।

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা ।

অন্নপূর্ণা উত্তরিল। গাঙ্গনীৰ তীৰে,
 পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে ।
 সেই ঘাটে থেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী,
 স্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি,
 ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী ;
 একা দেখি কুলবধু কে বট আপনি ;
 পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার,
 ভয় করি, কি জানি কে দিবে ফের ফার ।
 ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
 বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ।
 বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি ;
 জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ।
 গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
 পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত ;
 পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
 অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ;
 অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
 কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুণ !
 কুকথার পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
 কেবল আমার সঙ্গে, দম্ব অহর্নিশ ।

পক্ষা নামে সতা, তার তরঙ্গ এমনি,
 জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ।
 ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে ;
 না মরে পাষণ বাপ দিলা হেন বরে ।
 অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই,
 যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ।
 পাটনী বলিছে আমি বুঝিছ সকল,
 যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল ।
 শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা বল ?
 দেবী কন, দিব আগে পারে লয়ে চল ।
 যার নামে পার করে ভব-পারাবার,
 ভাল ভাগ্য পাটনী তাহারে করে পার !
 বলিলা নায়ের বাড়ে, নামাইয়া পদ,
 কিবা শোভা, নদীতে ফুটিল কোকনদ !
 পাটনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে,
 পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ।
 ভবানী কহেন, তোর নায়ে ভরা জল,
 আলতা ধুইবে, পদ কোথা থুব বল ।
 পাটনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন,
 সৈঁউতি উপরে রাখ ও রাজা চরণ ।
 পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে,
 রাখিলা দুখানি পদ সৈঁউতি-উপরে ।

বিধি বিহু ইহু চন্দ্র যে পদ খেয়ার,
 স্বদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুঠার,
 সে পদ রাখিলা দেবী সৈঁউতি-উপরে ;
 তাঁর ইচ্ছা বিনা, ইথে কি তপ সঞ্চরে ।
 সৈঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে,
 সৈঁউতি হইল সোণা, দেখিতে দেখিতে,
 সোণার সৈঁউতি দেখি পাটনীর ভয় ;
 এত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয় ।
 তীরে উত্তরিল তরি, তারা উত্তরিল,
 পূর্বমুখে স্নেহে গজগমনে চলিল ।
 সৈঁউতি লইয়া কক্ষে, চলিল পাটনী ;
 পিছে দেখি তারে, দেবী ফিরিলা আপনি ।
 সুভয়ে পাটনী কহে, চক্ষে বহে জল,
 দিরাছ যে পরিচয় সে বুঝিছু ছল ।
 হের দেখ সৈঁউতিতে খুয়ে ছিলে পদ,
 কাঠের সৈঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ ।
 ইহাতে বুঝিছু তুমি দেবতা নিশ্চয়,
 দয়ার দিরাছ দেখা, দেহ পরিচয় ।
 তপ জপ জানি নাহি, ধ্যান জ্ঞান আর ;
 তবে যে দিরাছ দেখা দয়া সে তোমার ।
 যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য-উদয়,
 সেই দয়া হ'তে মোরে দেহ পরিচয় ।

ছাড়াইতে নারি, দেবী কহিল। হাসিলা,
 কহিয়াছি সত্য কথা বুঝি ভাবিয়া।
 আমি দেবী অন্নপূর্ণা, প্রকাশ কাশীতে,
 চৈত্রমাসে মোর পূজা শুরু অষ্টমীতে,
 ভবানন্দ মজুমদার নিবাসে রহিব, *
 বর মাগ মনোনীত, যাহা চাহ দিব।
 প্রণমিয়া পাটনী কহিছে ষোড় হাতে,
 আমার সন্তান যেন থাকে হুধে ভাতে !
 তথাস্ত বলিয়া দেবী দিল। বর দান,
 হুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।
 বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘাটে যায় ;
 পুনর্বার ফিরে চাহে দেখিতে না পায়।
 সাত পাঁচ মনে করি, প্রেমেতে পুরিল,
 ভবানন্দ মজুমদারে আসিয়া কহিল।
 তার বাক্যে মজুমদারে' প্রত্যয় না হয়,
 সোণার সঁউতী দোধি করিল প্রত্যয়।
 আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভরে কাঁপি
 দেখেন যেকার এক মনোহর কাঁপি ;
 গঞ্জে আমোদিত ঘর, নৃত্যবাদ্য গান ;
 কে বাজায়, নাচে গায়, দেখিতে না পান।

* ভবানন্দ মজুমদার কুশনগরের রাজবংশের আদি রাজা।

পুলকে পূরিল অঙ্গ, ভারিতে লাগিলা ;
 হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা ;
 এই কাঁপি যত্নে রাখ, কতু না খুলিবে ;
 তোমর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে !
 আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার,
 দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুমদার ।

ভারতচন্দ্র ।

পলাশির যুদ্ধ ।

ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
 কাঁপাইয়া রণস্থল,
 কাঁপাইয়া গজাজল,
 কাঁপাইয়া আশ্র-বন, উঠিল সে ধ্বনি ।
 নাচিল সৈনিকরক্ত ধমনীভিতরে,
 মাতৃকোলে শিশুগণ,
 করিলেক আক্ষালন,
 উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে ।
 নিনাদে সমররঙ্গে নবাবের ঢোল,
 ভীমরবে দিগঙ্গনে,
 কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে,
 উঠিল অশ্রুপথে করি ঘোর রোল ।

ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
 ক্রবক লাজল করে,
 দ্বিজ কোশাকুশী ধ'রে,
 দাঁড়াইল বজ্রাহত পশ্বিক যেমন !

অর্ধ-নিঃকোষিত অসি ধরি যোদ্ধৃগণ
 বারেক গগনপ্রতি,
 বারেক মা বসুমতী
 নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন ।

ইন্দিতে পলকে মাত্র নৈনিক সকল,
 বসুক সদর্পভরে,
 তুলি নিল অংসোপরে
 শক্তিনে কণ্টকাকীর্ণ হলো রণস্থল ।

বেমতি ক্ষুধার্তব্যাজ কুরঙ্গ কাননে
 করে যদি দরশন,
 দলি গুল্ম-লতাবন,
 তীরবৎ ছুটে বেগে দুগ-আক্রমণে ;

ভেমতি নবাব-সৈন্য বীর অজ্ঞপম,
 আত্ম-বন লক্ষ্য করি,
 একপ্রোতে অস্ত্র ধরি,
 ছুটিল সর্বলে যেন কালান্তক যম !

অকস্মাৎ একেবারে শতেক কামান,
 করিল অনল-বুড়ি,
 ভীষণ সংহার-দৃষ্টি !
 কত খেত-যোদ্ধা তাহে হলো তিরোধান !

অজ্ঞাঘাতে স্তম্ভোপ্ত শত্রু লের প্রায়,
 ক্লাইব নির্ভয় মন,
 করি রশ্মি আকর্ষণ,
 আসিল তুরঙ্গ' পরে রাখিতে সেনার ।

সম্মুখে সম্মুখে বলি সরোবে গর্জিয়া,
 করে অসি তীক্ষ্ণধার,
 ত্রিটিসের পুনর্ব্বার,
 নির্ব্বাপিত-প্রায় বীৰ্য্য উঠিল জলিয়া ।

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
 গম্ভীর গর্জন করি,
 নাশিতে সম্মুখ-অরি,
 মূহূর্ত্তেকে উগরিল কালাস্ত অনল ।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
 ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
 চাহিল আকাশ পানে,
 করিল কামিনী-কঙ্ক-কলসী অমনি ।

পাখীগণ কলরব করি ব্যস্তমনে,
 পশিল কুলায়ে ডরে,
 গাভীগণ ছুটে রড়ে,
 বেগে গৃহঘারে গিয়ে হাঁকাল সঘনে ।

আবার আবার সেই কামানগর্জ্জন,
 উগরিল ধুমরাশি,
 অঁধারিল দশ দিশি,
 গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিশ-বাজন ।

আবার আবার সেই কামানগর্জ্জন ;
 কাঁপাইয়া ধরাভল,
 বিদারিল রণস্থল,
 উঠিল সে ভীমরব ফাটিল গগন ।

সেই ভীমরবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
 ধুমে আবরিত দেহ,
 কেহ অঞ্জে, গদে কেহ,
 গেল শক্রমাবে, অস্ত্রে বাজিল বঞ্চনা !

খেলিছে বিহ্বৎ একি ধাঁধিয়া নয়ন !
 লাখে লাখে তরবার,
 ঘুরিতেছে অনিবার,
 রবিকরে প্রতিবিশ করি প্রদর্শন ।

ছুটিল একটি গোলা রক্তিমবরণ,
 বিবম বাজিল পায়ে,
 সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
 ভূতলে হইল মিরমদন পতন !

“হরুরো, হরুরো” * করি গর্জিল ইংরাজ;
 নবাবের সৈন্যগণ,
 ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
 পলাতে লাগিল নবে নাহি সহে ব্যাঘ্র ।

“দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন,
 দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ,
 যদি ভঙ্গ দাও রণ,”
 গর্জিল মোহনলাল, “নিকট শমন” !

“আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
 মনেতে জানিও স্থির,
 কারো না থাকিবে শির,
 সবাক্কেবে যাবে নবে শমন-ভবন ।

ছুটিল ক্ষত্রিয়দল, ফিরিল যবন,
 যেমতি জলধি-জলে,
 প্রকাণ্ড তরঙ্গদলে,
 ছুটে যায়, বহে যবে তীন প্রভঞ্জন ।

বাজিল তুমুল যুদ্ধ, অস্ত্রের নির্ধাত,
 তোপের গর্জম ঘন,
 ধূম-অগ্নি-উল্লসিত,
 জলধর-মধ্যে যেন অশনি-সম্পাত ।

নাচিছে অদৃষ্ট-দেবী, নির্দয় হৃদয়,
 এই ত্রিটিসের পক্ষে,
 এই বিপক্ষের বক্ষে,
 এই বার ইংরাজের হলো পরাজয় ।

অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,
 “ক্ষান্ত হও-যোদ্ধৃগণ,
 কর অস্ত্র সংবরণ,
 নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ ।”

উদ্ধিত-কৃপাণ-কর হইল অচল ;
 সম্মুখ-চরণদ্বয়,
 পবনে (১) উদ্ধিত হয়, (২) ,
 দাঁড়াল নবাবসৈন্য হইল অচল ।

যেমতি শিখর ত্যাগি পার্বত্য নদী,
 করি তরু উন্মূলন,

ছিঁড়ি গুল্মলতাবন,
 অবরুদ্ধ হয় শৈলে অর্দ্ধ পথে যদি,
 বহুকণ শিলাসহ বিক্রমে যুকিয়া,
 যদি কোন মতে তারে,
 বারেক টলাতে পারে,
 স্রোতোবেগে ঠেলে যায় প্রথর বহিয়া । *

ভেমতি বারেক যদি টলিল যবন,
 ইংরাজ শত্নিন করে,
 ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
 ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন ।

কারো বুক, কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়
 লাগিল ; শত্নিন ঘায়
 বাত্যাহত তরুপ্রায়,
 আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায় ।

বম্ বম্ বম্ করি ব্রিটিশবাজনা,
 কাঁপাইয়া রণস্থল,
 কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
 আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয়ঘোষণা ।

মুচ্ছিত হইয়া পড়ি অচল-উপর,

শোণিতে আরক্ত-কার,

অস্ত গেল রবি, হায় !

অস্ত গেল যবনের গৌরবভাস্কর ।

নবীনচন্দ্র সেন ।

নাচ ত ময়ূর ।

নাচ ত ময়ূর তুমি নাচ ত ময়ূর ।

চঞ্চলা চপলা বালা, মেঘসনে করে খেলা,

চৈতায় পাগল পারা দান্তিক দর্দর ।

স্বমধুর কেকারব কর ত ময়ূর ।

চিকুরের বন্বনি, শুনিয়া প্রমাদ গনি,

মা'র কোলে কাঁদে শিশু ভয়েতে আতুর,

নাচ ত, পাইবে শিশু প্রমোদ প্রচুর ।

নাচ ত ময়ূর তুমি পেখম খুলিয়া,

দেখিয়া মোহন ছাঁদ, বলমল কোটি চাঁদ,

নীরদের স্নিগ্ধ মন যাইবে ভুলিয়া,

পবনের অহরোধে যাবে না চলিয়া ।

গিরি সম হবে ধীর, আনন্দের অশ্রু-নীর,

বৃষ্টিহলে অবিরল পড়িবে গলিয়া,

দহিবেনা মহী আর নিদাঘে জলিয়া ।

নাচ ত ময়ূর তুমি ঘাড় উঁচ করি,
অহিভুক্ বিহঙ্গম, সে কি এত মনোরম ?—

এই ভেবে ঈর্ষ্যাভরে মলিনা শরীরী
গোঁরবে গলার পয়ে তারার ন'নরী ।
সমুজ্জ্বল পীতবর্ণ খাদ্ধ পরিহীণ স্বর্ণ-
তারাহারে বিভূষিতা হয়ে বিভাবরী
মনে করে তার মত নাহিক সুন্দরী ।

নাচ ত ময়ূর তুমি দেখুক রজনী,
কি ছার সোণার আরি, করে সে কাক্রি নারী,
তোমার কলাপে কত নীলকান্ত মণি !
অমন পালিস পান্না পান না রজনী ।
ভূপতির পাটরাণি ! হ'ওনাকো অভিমানী,
সংখ্যার গণিত লয়ে গোটাকত মণি,
বনের বিহঙ্গ-জঙ্গে মাণিকের খনি ।

নাচ ত ময়ূর তুমি দোলায়ে চরণ,
সম্পৎ ত্যজিয়া শূলী, সার করি ভিক্ষা বুলি,
ছাই মাখি গায়ে, পরি হাড়ের ভূষণ,
তথাপি তোমার রূপে মুগ্ধ ত্রিলোচন ;
কালকূট পানে নয় নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়,
শোভার সারের সার উমা-বিমোহন
নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ করেন ধারণ ।

নাচ ত ময়ূর ভূমি হেলায়ে শরীরে,
 হৃগ্ধ কৌমুদী ভূলে, আমি কালিন্দীর কূলে
 গোপবেশী বিষ্ণু যারে ভূলেছেন শিরে,
 নাচুক সে জন পূর্ণ প্রমোদ গভীরে ।
 অলুকারি যার পুচ্ছ, অন্য ভূষা করি তুচ্ছ,
 চক্ষুময় হন ইন্দ্র সকল শরীরে,
 কক্কক সে গর্জহারী উর্ধ্বশী নটীরে ।

নাচ ত ময়ূর ভূমি দেমাকের ভরে ।
 আসন্ন হিমাচল, ছিল যার করতল,
 প্রবল প্রভাপ সেই দিল্লীর দৈশ্বরে,
 সাহজ্জহা বাহাহুরি মানিল অন্তরে,
 তোমার মূরতি গড়ি, তক্ত তাউসেতে চড়ি,
 একবার ভাবিলে না কি ঘটবে পরে ।
 ময়ূরে কার্তিক বিনা কে চড়িবে পরে ?

নাচ ত ময়ূর ভূমি নাচ ত ময়ূর ।
 তোমারে দেখিয়া পাখি, ভাবে বিমোহিত থাকি,
 ধানিক মনের জালা করি আমি দূর,
 শোকতাপে চিত্ত মম বড়ই বিধূর ।
 শোভা রাশি একাধারে, দেখিয়া সে বিধাতারে
 নির্দাম-নৈপুণ্য তরে বাধানি প্রচুর,
 নাচ ত ময়ূর ভূমি নাচ ত ময়ূর ।

ভারত-কামিনী ।

অরে কুলদ্বার হিন্দু ছরাচার—
 এই কি তোদের দয়া, সদাচার ?
 হয়ে আৰ্য্যবংশ—অবনীৰ সার
 রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে !

এখনো ফিরিয়া দেখনা চাহিয়া
 জগতের গতি, ভ্রমেতে ডুবিয়া—
 চরণে দলিয়া মাতা, স্ত্রী, জায়া,
 এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে ?

বাঁধিয়া রেখেছ বামা রাশি রাশি
 অনাথা করিয়া—গলে দিলে কাঁসি,
 কাড়িয়া লয়েছ কবরী, কঙ্কণ,
 হার, বাঁজু, বালা, দেহের ভূষণ—
 অনন্ত-হুধিনী বিধবা নারী !

দেখ রে নির্ভর, হাতে লয়ে মালা
 কুলীন-কুমারী অনুচা অবলা* .
 আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে,
 অসংখ্য রমণী বিবাগিনী-বেশে,*

কেহ বা করিছে বরমান্য দান
 মুমূর্ষুর গলে হয়ে স্নিগ্ধমাণ,
 নয়নে মুছিয়া গলিত বারি !

অবরোধে আছে নির্জ্বলে বসিয়া,*
 সরসী কমল ঘেন রে ছিঁড়িয়া *
 পেটকে পুরিয়া রেখেছ তুলিয়া *
 নিশ্বাস ফেলিতে হৃদয়ে সন্ত্রাস,*
 না দেখিতে দাও অবনী আকাশ—
 করে কারাবাস জগতে রয়ে ।

ওরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
 এই কি ভোদের দয়া সদাচার ?
 হয়ে আর্ধ্যবংশ অবনীর সার
 রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?

এখনো কিরিয়া দেখনা চাহিয়া
 জগতের গতি, ভ্রমেতে ডুবিয়া—
 চরণে দলিছ মাতা, স্ত্রীতা, জায়া,
 ছড়ানে কলঙ্ক পৃথিবীমাঝে ।

দেখ না কি চেয়ে জগত উজ্জল
 এই সে ভারত, হিমালী অচল,
 এই সে গোমুখী, যমুনার জল,
 সিন্ধু, গোদাবরী, সরযু সাজে ?

জান না কি সেই অবোধ্যা, কোশল,
 এই খানে ছিল, কলিঙ্গ, পঞ্চাল,
 মগধ, কনৌজ.—সুপবিত্র ধাম
 সেই উজ্জয়িনী, নিলে যার নাম
 যুচে মনস্তাপ কলুষ হরে ?

এই রক্তভূমে করেছিল লীলা
 আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী, লক্ষ্মীলা,
 খন্দ, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা—
 সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে ।

এই আর্ধ্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল
 ধরিয়া কুপাণ কামিনী সকল,
 প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে
 নিঃশব্দ হৃদয়ে ছুটিত সমরে,
 ধুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
 বহুদণ্ডে ছিল আনন্দে ভাসিলা—
 সময়-উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে !—

কোথা সে এখন অসিভল্লধারী
 মহারাষ্ট্র-বামা, রাজোবারা-নারী ?
 অরাতি-বিক্রমে পরাজিত হলে
 চিতানলে যারা তন্ন দিত ঢেলে
 পতি, পিতা, স্মৃত, সংহতি লয়ে ।

বীরমাতা যারা বীরাজনা ছিল,
 মহিমা কিরণে জগত ভাঙিল—
 কোথা এবে তারা—কোথা সে কিরণ ?
 আনন্দ-কানন ছিল যে ভুবন
 নিবিড় অটবী হয়েছে এবে !

আর কি বাজে সে বীণা সপ্তস্বর
 বিজয়-নিনাদে বসুন্ধরা ভরা ?
 আর কি আছে সে মনের উল্লাস
 জ্ঞানের মৰ্মসদা, সাহসবিভাস
 সে সব রমণী কোথা রে এবে ?

সে দিন গিয়াছে—পশুর অধম
 হয়েছে ভারতে নারীর জনম ;

নৃশংস-আচার, নীচ ছুরাচার
ভারত-ভিতরে যত কুলাঙ্গার
পিশাচের হেয় হয়েছে সবে ।

তবে কেন আজও আছে ঐ গিরি
নাম হিমালয় শৃঙ্গ উচ্চে ধরি ?
তবে কেন আজও করিছে হুক্কার
ভারত বেষ্টিয়া জলধি ছুঁকার ?
কেন তবে আজও ভারত-ভিতরে
হিন্দুবংশাবলী শুনে সমাদরে
ব্যাস বাণ্মীকি, বারিধারা করে
সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রী রবে ।

গভীর নিনাদে করিয়ে ঝঙ্কার,
বাজ রে বীণা বাজ একবার,
ভারতবাসীরে শুনায়ে সবে !

দেখ্ চেয়ে দেখ্ হোথা একবার—
প্রফুল্ল কোমল কুসুম আকার
যুনানী* মহিলা হয় পারাপার
অকূল জলধি অকুতোভয়ে ।

ধায় অশ্বপৃষ্ঠে, অশঙ্কিত চিতে,
কানন, কন্দর, উন্নত গিরিতে—

অঙ্গরা আকৃতি, পুরুষ-সেবিতা—
সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীতে ভূষিতা—
স্বাধীন প্রভাতে পবিজ্র হয়ে ।

আর কি ভারতে ওরূপে আবার
হবে রে অজনা-মহিমা প্রচার ?
পেয়ে নিজ মান, পরে নিজ বেশ
জ্ঞান, দত্ত, তেজে পূরে নিজ দেশ—
বীর-বংশাবলী-প্রহৃতি হবে ?

এ হেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ড মাঝে,
নাহি কিরে কোন বীরাত্মা বিরাজে—
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড—
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া ভবে ?

চৈতন্য গৌতম নাহি কিরে আর,
ভারত সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার ?
ঋষি বিশ্বামিত্র, রামচন্দ্র, পাণ্ডব,
কেন অন্বেষিলে মহাত্মা সে সব ?
ভারত যদি না উন্নত হবে ?

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

চন্দ্র ।

ভুবনমোহন রূপ ধর তুমি শশি !
 তোমার কোমুদী রাশি, তামসীর তম নাশি,
 কেমন সাজায় তারে মোহিনী রূপসী !
 পরায় সোণার হার নদীর গলায়,
 সৈকত পুলিনে তার চুমকি বসায় !

নভ-নীল-হৃদে তুমি সোণার কমল !
 স্তম্ভ-প্রবাহ-ভরে, ধীরে ধীরে নীর' পরে
 ভাসিতেছ রূপে দিশি করিয়া উজ্জল ।
 রবির তোমাতে দেখি বড়ই সোহাগ,
 নিজ করে তাই ক'রে দেছে অঙ্গরাগ ।

ললিত-লাবণ্য তব জুড়ায় নয়ন ।
 উদিলে গগন-তলে, শিশুগণে কুতূহলে,
 অনিমিখে তোমাপানে করে বিলোকন ।
 আদরে প্রস্তুতি ডাকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে,
 মণির কপালে তার চিক্ দিয়ে যেতে ।

সবাই তোমারে ভাল বাসে শশধর ।
 নির্ঝল টাঙ্গিনী রাতে, বাঁশরী লইয়া হাতে
 রাখাল বাজায় কিবা সুললিত স্বর ।
 নীরব নিশায় অই বাঁশরীর স্বরে
 অমিয়ের ধারা চালে প্রাণ-বিকারে ।

প্রণয়ীর লখা তুমি বিদিত ছুবন,
 মল্লর মাক্ত মক্ষ, প্রফুল্ল কুম্ম-গন্ধ,
 রজত-ধবল আর তোমার কিরণ,
 একত্রিত কাস্তকাস্তা সেবা করে যবে,
 অমর-বিভব তারা ভোগ করে তবে ।

বিলম্ব ঘটাতো তুমি বড়ই চতুর,
 বিভাবরী দ্বিপ্রহরে, দিনমান মনে করে,
 আখো ঘুম চোকে পিক কুহরে মধুর !
 নীরে ক্ষীর ভাবি লুন্ধ মার্জ্জারের মন,
 বিটপে বিকট ভূত দেখে ভীক জন !

বহরুপী ইন্দু তুমি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে,
 কভু বক্ররেখাসম, কভু অর্ধবৃত্তোপম,
 কভু বা বর্জুল-দেহে উঠ নভস্তলে ;
 কভু তব অদর্শনে অমা নিশীথিনী,
 গলিত-চিকুর-ভারে কাঁদে অনাথিনী ।

রঙ্গরসে সুরসিক চম্প তুমি বট,
 এই ফুট হাস হাসি, তব সুধা-অভিলাষী
 চকোর নিকটে চির প্রণয় একট,
 আবার মেঘের আড়ে লুকায়ে মুরতি,
 প্রকাশ্যে কপট কোপ অনুগত প্রীতি ।

কলঙ্কী শশাঙ্ক তুমি জগতে প্রচার ।
 নিশাভাগে নিরঞ্জে, প্রোষিত-পতিকা-মনে
 কভু কি বিষম-ভাব করছে সঞ্চার ?
 তব হিমকরে বাড়ে দেহতাপ যার
 'সে জানে পাষাণে গাঁথা হৃদয় তোমার ।

ও কলঙ্ক কলানিধি ধরি না তোমার,
 সাগর মথিত হলে, উগারিল হলাহলে,
 তবু রক্তাকর নাম প্রথিত তাহার ।
 যে জলে জলুক তব কিরণ-গরলে,
 স্নুধাকর নাম তবু ঘোষিবে সকলে ।*

বাতাস ।

নিখিল-পৃথিবী-ব্যাপি, চক্ষু-অগোচর,
 হে অনিল, জীবনের প্রধান সহায় !

কি আশ্চর্য্য, পুরাকালে তব্বহীন নর
 দেবতা বলিয়া বহু বন্দিবে তোমার ?

বিস্ময়ে আমিও নেই দিতাম সম্মান,
 যদি না বিভিন্ন বার্তা বলিত বিজ্ঞান ।

বলুক বিজ্ঞানবিৎ যাহা মনে লয়,
 ভৌতিক, বৌগিক, * কিংবা দি'ক ভিন্ন নাম,
 পূর্ব ক্ষমতার তব নাই অপচয়,
 অসঙ্কোচে প্রবাহিত আছ অবিরাম ।
 সেই সদা ক্রীড়াপর তরল-প্রকৃতি,
 যখন যা অতিক্রমি সেইরূপ গতি !

সুখদ ভোমার স্পর্শ, যবে হে স্রুজন
 প্রমোদিত পুষ্পবন-সৌরভ-সম্ভার,
 মন্দ মন্দ হিলোলেতে করিয়া বহন
 বসন্ত-লক্ষ্মীরে দেহ প্রীতি-উপহার !
 এত ধীর, লতিকার নব কিশলয়
 দোলাইতে তবে, তব ভার বোধ হয় । '

দুঃসহ শীতল, স্পর্শ বিরস কখন ;
 দুর্জনের সঙ্গ হেন বর্জ্য তোমা সবে ।

* প্রাচীন পণ্ডিতেরা নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে অড়পদার্থমাত্রেই
 ক্রিতি অপ্. তেজঃ, মরৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূতাত্মক । আধুনিক
 পণ্ডিতেরা এই পাক্‌ভৌতিক মতের খণ্ডন করিয়াছেন । তাহাদের মতে
 বায়ু ছই পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে, অতরাং ইহা ভৌতিক না
 হইরা বৌগিক পদার্থ হইবে ।

ভূদেব বাবু প্রণীত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে
 পাক্‌ভৌতিক মত ও তাহার খণ্ডন সুস্পষ্ট বিবৃত আছে ।

শতগ্রহি কাঁথা মাত্র জীর্ণ আবরণ
 দরিলে কতই ক্লেশ দেও ভূমি তবে ।
 জাহ্নু ভাহ্নু কুশাগ্নু আশ্রয় মাত্র করি,
 যোগেযাগে বঞ্চে তারা, দিবা বিভাবরী !

কখন হুলভ ভূমি, গৌরব-প্রয়াসী,
 ত্যজিতে না চাও তরু-শিখর-আসন,
 নিদাঘ-পীড়িত নর, শৈত্য-অভিলাষী,
 বাজনে বুথায় তব করে উছোধন ।
 উষীর চন্দন, অহুলেপন বিফল,
 গ্রীষ্মপ্রশমন তব সঞ্চার কেবল ।

কভু, ক্ষিপ্ত যুধপতি অমৃত সমান
 উচ্ছ্বল, স্বদল সহিত হুহুকারে,
 ঘোরদর্পে শূন্তদেশে বহ বেগবান,
 পুরুষ আচারে পীড়া দিয়া বসুধারে ;
 ছিন্নভিন্ন বৃক্ষলতা প্রাসাদ কুটীর,
 উত্তালতরঙ্গে সিদ্ধ প্রাস করে তীর ।

সর্বতঃ অপ্রতিহত বিক্রম তোমার !
 বঙ্গদেশে সবিশেষ জানে সর্বজনে ;
 বিহ্যৎ ক্ষুরিত গাড় মেঘের আকার,
 দেখিলেই বিবক্ষ প্রমাদ তারা গণে ।

অগৎ-জীবন নাম ধরিয়া পবন
অহিত সাধনে, ছিছি ছর্মতি এমন ! *

নরের হুবগম্য প্রকৃতি তোমার ;
হে সমীর, এই স্থির জানি কিন্তু আমি,
বাঁহার নিয়মে বাঁধা সমস্ত সংসার,
বাঁহার আদেশে রবি উদয়াস্তগামী,
নিভাসিত পক্ষে, শশী ক্ষয়বুদ্ধিশীল,
সংযত শাসনে তাঁর, তুমিও অনিল ।

সীতা ও সরমার কথোপকথন ।

একাকিনী শোকাকুল অশোককাননে ;
কাঁদেন রাঘববাহু আঁধার কুটীরে
নীরব ! হরস্ত চেড়ী, সীতারে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসবকোঁতুকে—
হীনপ্রাণ হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে ।
মলিনবদনা দেবী হার রে যেমতি

* রাজ্যলাভে সন ১২৭১ সালের আশ্বিন, ৭৪ সালের কার্তিক ও ৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ আসে, উপর্যুপরি যে কয়েকবার প্রবল বড় হইয়া গিয়াছে, তৎপ্রসঙ্গেই এই কয়েক গংক্তি লিখিত হইয়াছে ।

খনির ভিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে
 নৌরকররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি ;
 কিংবা বিশ্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে ;
 শ্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া,
 উচ্ছ্বসে বিলাপী যথা ! নড়িছে বিবাদে
 মর্ম্বরিয়া পাতাকুল । বসিছে অরবে
 শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়িছে
 তরুমূলে ; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
 ফেলিরাছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিনী,
 উচ্চ বীচিরবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
 কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-বারতা ।
 না পশে সূধ্যাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে !
 কোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
 তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্বরূপে !

একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
 তমোময় ধামে যেন । হেনকালে তথা,
 সরমা স্নানরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
 সতীর চরণ-তলে ; সরমা স্নানরী,—
 রক্তকুল রাজলক্ষ্মী রক্ষাবধুবেশে !

কতক্ষেণে চক্ষুজল মুছি স্নলোচনা
 কহিলা মধুরস্বরে, “দুরন্ত চেড়ীরা
 তোমাতে ছাড়িয়া, দেবি, কিরিছে নগরে,

মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে;
 এই কথা শুনি আমি আইছ পুঞ্জিতে
 পা হুখানি । আনিয়াছি কোঁটার ভরিয়া
 সিন্দুর ; এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
 এ বেশ ? নিষ্ঠুর হার, হুই লঙ্কাপতি
 কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
 ও বরাক-অলঙ্কার, বুকিতে না পারি ।”

কোঁটা খুলি রক্ষাবধু যত্নে দিলা কোঁটা
 সীমন্তে, সিন্দুর বিন্দু শোভিল ললাটে,
 গোখুলি-ললাটে, আহা ! তারারত্বে বখা !
 দিয়া কোঁটা, পদখুলি লইলা সরমা !

“ কম লস্কি, ছুঁইছ ও দেব-আকাজিকত-
 তনু, কিন্তু চিরদাসী দাসী ও চরণে !”

এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
 পদতলে ; আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
 তুলসীর মূলে যেন জলিল উজলি
 দশদিশ ! মুহুরে কহিলা মৈথিলী—

“ বুখা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুবুখি !

আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইছ দূরে
 আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
 বনাশ্রমে । ছড়াইছ পথে সে সকল
 চিরহেতু । সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—

এ কনক লক্ষাপুরে—ধীর রঘুনাথে ।।

মণি মুক্তা, রতন, কি আছে লো ভগতে,
যাহে নাহি অবহেলি-লভিতে সে ধনে ?”

কহিলা সরমা ; “ দেবী, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর কথা তব সুধামুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘুকুলমণি ।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমা রক্ষোবাজ, সতি ? এই ভিক্ষা করি,
দাসীর এ ভূষা তোম সুধাবরিষণে !
দূরে দৃষ্ট চেড়ীদল এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া শুনি সে কাহিনী ।
কি ছলে ছিলিলা রামে ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর ? কি মায়াবলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি করিল চুরি এ হেন রতনে !

যথা গোমুখীর মুখ হইতে স্নগ্ধনে
বরে পুত বারিধারা, কহিলা জানকী
সরমারে,—ছিষ্টতমিণী সীতার সরমা
ভূমি, সখি, ! পূর্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া ।—

ছিহ্ন মোরা শ্রলোচনে, গোদাবরী তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে স্নখে, ছিহ্ন ঘোর বনে

নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে সুরবন সম ।
 সদা করিতেন সেবা লক্ষণ স্মৃতি ।
 দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
 কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি
 নিত্য ফলমূল বীর সৌমিত্রী ; মুগয়া
 করিতেন কভু প্রভু, কিন্তু জীবনাশে
 সতত বিরত, সখি, রাঘবেশ্বর বলী,—
 দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে ।।

“ভুলিছ পূর্বের স্মৃতি । রাজার নন্দিনী
 রমুকুলবধু আমি ! কিন্তু এ কাননে,
 পাইছ, সরমা মই, পরম পীরিতি !
 কুটীরের চারিদিকে কভু যে ফুটিত
 কুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
 পঞ্চবটীবনচর মধু * নিরববি !
 আগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুরে
 পিকরাজ । কোন্ রাণী, কহ শশিমুখি,
 হেন চিত্তবিনোদন বৈতালিক-গীতে
 খোলে অঁাখি ! শিখিসহ, শিখিনী স্মৃখিনী
 নাচিত হুয়ারে মোর ! নর্তক নর্তকী
 এ দৌহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
 অতিথি আসিত নিত্য করত করভী।

হুগশিঙ, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
 কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
 যথা বাসবের ধনুঃ ঘনবর শিরে—
 অহিংসক জীব যত ! সেবিতাম সবে,
 মহাদরে, পালিতাম পরম যতনে,
 মরুভূমে শ্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা
 আপমি স্নজ্জলবতী, বারিদ-প্রসাদে—
 সরসী আরসী মোর ! তুলি কুবলয়ে,
 (অতুল রতন সম) পরিতাম কেশে ;
 সাজিতাম ফুল-সাজে, হাসিতেন প্রভু,
 বনদেবী বলি মোরে সস্তাষি কোঁতুকে !
 হায়, সখি, আর কিলো পাব প্রাণনাথে !
 আর কি এ পোড়া অঁাখি এ ছার জনমে
 দেখিবে সে পা তুখানি—আশার সরনে
 রাজীব, নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
 কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?

এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিল নীরবে !
 কাঁদিল সরমা সতী তিতি অশ্রুণীরে ।
 কতক্ষেণে চক্ষুজল মুছি রক্ষোবধু
 সরমা, কহিল সতী সীতার চরণে ।

“ অরিলে পূর্বের কথা ব্যথা মনে যদি
 পাও দেবি, থাক্ তবে, কি কাজ অরিল !

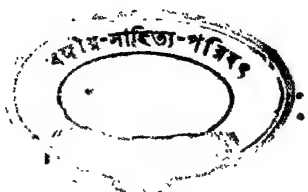
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে !”
 উত্তরিল প্রিয়বদন ; (কাদিয়া যেমতি
 মধুস্রা !) “এ অভাগী, হার লো সুভাগে,
 যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
 এ অগতে ? কহি শুন পূর্বের কাহিনী ।

বরিবার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
 কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি
 বারিরাশি দুই পাশে, তেমতি যে মনঃ
 ছুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে ;
 তেঁই আমি কহি, তুমি শুন লো সরনে ।
 কে আছে সীতার আর এ অরুণপূরে ?
 “পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী তটে
 ছিহু স্রবে । হার সখি, কেমনে বর্ণিব
 সে কান্তার-কাঙ্ক্ষি আমি ? সন্তত স্বপনে
 স্তনিতান বনবীণা বনদেবী-করে ;
 সরসীর তীরে বসি দেখিতাম কভু
 নৌরকররাশি বেশে সুরবালাকেলি ।
 পদ্মবনে ; কভু সাক্ষী ঋষিবংশবধু
 সুহাসিনী, আগিতেন দাসীর কুটীরে,
 সুধাংশুর অংশ ঘেন অন্ধকার ধামে !
 অজিন, রঞ্জিত আহা কত শত রঙে !
 পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুশ্রেণী

মখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ; কভু বা
 কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঞ্জে নাচিতাম বনে.
 গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি ।
 কভুবা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম স্থখে
 মদী-তটে, দেখিতাম তরল সলিলে
 নূতন গগন যেন নব তারাবলী,
 নব নিশাকান্তকাণ্ডি ! কভুবা উঠিয়া
 পৰ্ব্বত উপরে, সশ্লি, বসিতাম আমি
 নাথের চরণতলে, ত্রততী যেমতি
 বিশাল-রসাল-স্লে ! কত যে আদরে
 ভূষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
 শ্রুধা, হার, কব্ব কারে ? কব্ব বা কেমনে ?
 শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাস-নিবাসী
 ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে,
 আগম, পুরান, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
 পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
 শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
 নানা কথা ! এখনও, এ বিজ্ঞান বনে,
 ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী—
 সাজ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
 সে সঙ্গীত ?” নীরবিলা আয়তলোচনা
 দিবাতে ! কহিলা তবে সরমা শ্রুন্দরী

“শুনিলে তোমার কথা রাঘব রমণি,
 খুণা জন্মে রাজভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি
 রাজ্যস্ব্থ যাই চলি হেন বনবাসে ।
 কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে ।
 রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
 ভ্রমোন্নয়, নিজগুণে আলো করে বনে
 সে কিরণ, নিশি যবে যায় কোন দেশে,
 মলিন বদন সবে তার সমাগমে ।
 যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
 কেন না হইবে সুখী সর্বজন তথা ?
 জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনী !
 কহ, দেখি, কি কোশলে হরিল তোমারে
 রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী ;
 পিকবর-রব নবপল্লবমাঝারে
 সরস মধুর মাসে, কিন্তু নাহি শুনি
 হেন মধু মাথা কথা কভু এ জগতে !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।



শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষ্মণের মুগ্ধ অবস্থার রামচন্দ্রের বিলাপ ।

চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে,
 “রাজ্য ত্যজি বনবাসে নিবাসিলু যবে,
 লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে নিত্য নিশাকালে,
 ধনুঃকরে, হে স্মৃধি, আগিতে সত্ত
 তুমি ! আজি রক্তপূরে অরি-মাঝে আমি
 বিপদ-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
 আমার, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
 বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ আমারে ?
 উঠ বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
 দ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
 চির ভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে
 প্রাণাধিক, কহ শুনি, কোন্ অপরাধে
 অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
 দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ত-কারাগারে
 কাঁদিছে সে দিবা নিশি ! কেমনে ভুলিলে—
 হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
 মাতৃসম নিত্য ঘরে সেবিতে আদরে !
 হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধু
 রাখে বাঁধি পৌলস্ত্যেয় । না শাস্তি সংগ্রামে

হেন হুইমতি চোরে, উচিত কি তব
 এ শয়ন—বীরবীর্যে সর্বভুক্শম
 হুকার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
 রথুকুলজরকেতু ! অসহায় আমি
 তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্ররথে ।
 তোমার শয়নে হনু বলহীন বলি,
 গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিবাদে,
 অজদ, বিবগ্ন মিতা স্ত্রীবি স্ত্রীমতি,
 অধীর কর্করোত্তম বিভীষণ রথী,
 ব্যাকুল এ বলিদল ! উঠ, ছরা করি,
 জুড়াও নয়ন, তাই, নয়ন উন্মীলি !

“কিছু ক্রান্ত যদি তুমি এ হরন্ত রণে,
 ধনুর্জর, চল কিরি যাই বনবাসে ।
 নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতার উদ্ধারি,
 অত্যাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে ।”
 স্তনরবৎসলা যথা স্ত্রীমিত্রা জননী
 কাঁদেন সরস্বতীরে, কেমনে দেখাব
 এ যুগ, লক্ষণ, আমি, তুমি না কিরিলে
 সঙ্গে মোর ? কি কহিব, স্ত্রীধবেন হবে
 মাতা, ‘কোথা রামভক্ত, নয়নের মণি
 আমার, অনুজ তোর ?’ কি বলে বুঝাব
 উন্মীলা বধুরে আমি, পুরবাসী জনে ?

উঠ বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
 সে ভ্রাতার অহরোধে, যার প্রেমবশে,
 রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে !
 সমহুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
 অশ্রুময় এ নয়ন ; যুহিতে বতনে
 অশ্রুধারা, তিতি এবে, নয়নের জলে
 আমি, তবু নাহি চাহ তুমি মোর পানে
 প্রাণাধিক ? হে লক্ষণ, এ আচার কহু
 (শ্রুতাত্মবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
 সাজে কি তোমারে ভাই, চিরানন্দ তুমি,
 আমার ? আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
 পূজিহু দেবতাকূলে—দিলি কি দেবতা
 এই ফল ? হে রজনী, দয়াময়ী তুমি,
 শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুম
 নিদাঘার্ভ, প্রাণদান দেহ এ গ্রন্থনে !
 সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
 জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষণে—
 বাঁচাও করুণাময়, ভিখারী রাখবে । ”

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

সমাপ্ত ।



